দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া দরূদ

আত্মশুদ্ধির পথ

শহীদ হাসান আল বান্না

www.nagorikpathagar.org

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া দরূদ

আত্মশুদ্ধির পথ

Holy Qur'an:
"Let there arise out of
you a band of people inviting
to all that is good, enjoining
what is right and forbidding
what is wrong; they are
the ones to attain
felicity."

শহীদ হাসান আল বান্না (মিশর)

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া দরূদ

আত্মশুদ্ধির পথ

শহীদ হাসান আল বান্না

প্রকাশক

এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০১৭১১ ১২৮৫৮৬

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর'১৯৯২ ইংরেজী
চতুর্থ প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩ ইংরেজী
পঞ্চম প্রকাশ : জুলাই ২০১০ ইংরেজী

কম্পোজ ও ডিজাইন

প্রফেসর'স কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্বঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণঃ

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

PPBN- 015
ISBN-984-31-1426-0

মূল্য : পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র ।

ATTASHUDDER PATH WRITTEN BY SHAHID HASAN AL BANNA PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS. WIRELESS RAILGHAT, BORO MOGHBAZAR, DHAKA-1217. PRICE TK. 45.00 ONLY.

www.nagorikpathagar.org

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দোয়া দরূদ

আত্মশুদ্ধির পথ

মূলঃ শহীদ হাসান আল বান্না (মিশর)
অনুবাদকঃ মাওলানা কারামত আলী নিজামী
সম্পাদনায়ঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

'আত্মশুদ্ধির পথ' শহীদ হাসান আল বান্নার 'তায্‌কিয়ায়ে নাফ্‌স' এর বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন মাওলান কারামত আলী নিযামী। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হাসান আল বান্না মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন কুরআন ও সহীহ্‌ হাদীসের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর অনুসারী বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে।

শহীদ হাসান-আল বান্নার 'তায্‌কিয়ায়ে নাফ্‌স' বা 'আত্মশুদ্ধির পথ' হচ্ছে অনেকটা আধ্যাত্ম্য বিষয়ক পুস্তক। অবশ্য তিনি তাতে চলমান জীবনে কোন্‌ পদ্ধতিতে, কোন্‌ কোন্‌ দোয়া-কালামের মাধ্যমে আত্মা তথা নিজেকে শুদ্ধ ও পূত-পবিত্র করে তোলা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রতিটি দোয়া-কালাম পাঠ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি এক বা একাধিক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। ফলে এ জাতীয় পুস্তক অন্যান্য পুস্তকের মত কোন বাহুল্য কথা এ পুস্তকে স্থান পায়নি। এই পুস্তক থেকে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা দোয়াগুলো একাগ্রচিত্তে আমল করলে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আমার আমার বিশ্বাস। কারণ আমি নিজেই এর প্রমান।

এসব দিক বিবেচনা করে 'তায্‌কিয়ায়ে নাফ্‌স'-এর বাংলা অনুবাদ 'আত্মশুদ্ধির পথ' প্রকাশ করেছি পাঠক ভাইদের উপকৃত হবার আশায়। মহান মাবুদ আমাদের সবাইকে এ পুস্তক থেকে সঠিক আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা হাসিলের তৌফিক দান করুন, এ কামনায়- ।

-এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রকাশক।

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের কথা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শহীদ হাসান আল-বান্নার প্রতি বহুদিন পূর্ব থেকেই আমার মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব বিরাজমান ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনেতিহাস সম্পর্কে আমার তেমন কোন জ্ঞান ছিলোনা। তাই মনের কোণায় লালিত ভক্তি-শ্রদ্ধার তাগিদে 'তায্কিয়ায়ে নাফ্স' শীর্ষক কিতাবখানা ঢাকার সদরঘাটের ফুটপাত হতে খরিদ করে এনে রেখে দিয়েছিলাম। এদিকে অন্যান্য পুস্তক মারফত এই মহামণীষীর ইতিহাস সম্পর্কেও মোটামুটি কিছুটা জ্ঞান লাভের সুযোগ হলো। তাই তাঁর প্রতি পুরানো লালিত ভক্তি-শ্রদ্ধার তাগিদে এই কিতাবখানা আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করি। এ অধ্যয়নের ফলশ্রুতি হিসাবে আমার মনের আকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হয়ে অভিনব নূরানী রেখা অঙ্কিত করেছে, তারই প্রেরণায় অনুবাদের কাজে হাত দিতে বাধ্য হয়েছি।

আমাদের এতদঞ্চলে বাতেনী ইসলাহ্ ও তায্কিয়ায়ে নাফ্স বা মারেফাতের বহু তরীকা, অজীফা-কালাম ও সিলসিলা জারি রয়েছে বটে কিন্তু, তা কুরআন হাদীসের মর্ম মাফিক পূর্ণাঙ্গ মাসনূন তরীকা নয়। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের জন্য যেমন বাস্তব অনুশীলন পদ্ধতিটি মাসনূন হওয়া অপরিহার্য তেমনি বাতেনী ইসলাহ্ ও তায্কিয়ায়ে নাফ্সের জন্য বাস্তব অনুশীলনের পদ্ধতিটিও মাসনূন হওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় হিতে বিপরীত এবং এই পথে পদস্খলনের সম্ভাবনা বিদ্যমান। অবশ্য এ সব তরীকা ও সিলসিলার দ্বারা যে উপকার সাধিত এবং বাতেনী ইসলাহ্ হয় না, এমন নয়।

সে যা-ই হোক, এই কিতাবখানা লেখক তায্কিয়ায়ে নাফ্স বা বাতেনী ইসলাহের জন্য যে পদ্ধতিটি অংকিত করে দিয়েছেন, তা পূর্ণাঙ্গরূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণের উদ্বৃতি থেকে গৃহীত তথা সুন্নাত মাফিক লিখিত; আর এটাই এ পুস্তকের বিশেষত্ব এবং লেখকের সুন্নতের প্রতি গভীর অনুরাগের বাস্তব প্রমাণ। আমি এ কিতাবখানাকে অতি মূল্যবান ও বরকতময় কিতাব মনে করি। এ দাবীর প্রমাণ পাঠকবর্গ অধ্যয়নের পর উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস রাখি। পরিশেষে লেখক, পাঠক, অনুবাদক ও প্রকাশকসহ্ সকলের জন্য এই কিতাব অনুযায়ী আমল করার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আমীন।।

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	ভুমিকা	যিকির ও যিকিরকারীদের ফজিলত, যিকিরের অর্থ, যিকিরের নিয়ম, সম্মিলিত যিকির, জানার কথা	৯-১৭
২	প্রথম অধ্যায়	অজীফা	
৩	দ্বিতীয় অধ্যায়	আল কুরআনের ফজিলত, তেলাওয়াতের পরিমান, যেসব সূরা অধিক তেলাওয়াত মুস্ত াহাব, তিলাওয়াতের আদব, কুরআনী মাহফিল, কুরআন হেফজ করা	১৯-৩৬
৪	অধ্যায়	নিদ্রা থেকে জেগে পড়ার দোয়া, পোশাক পরিধান ও পোশাক পরিত্যাগের দোয়া, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দোয়া, ঘরে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দোয়া, পায়খানা প্রশ্রাব ও স্ত্রী সহবাসের দোয়া, অযু, গোসল ও আযানের দোয়া, পানাহারের দোয়া, তাহাজ্জুদের সময়ের দোয়া, অনীদ্রা দুরীকরণের দোয়া, নিদ্রার পূর্বের দোয়া	৩৭-৪৫
৫	পঞ্চম অধ্যায়	অন্যান্য দোয়া কালাম, নামায ও মজলিশের পর পড়ার দোয়া, ইস্তিখারার নিয়ম, সালাতুল হাজত, সফরের দোয়া, আল্লাহর কুদরাতের দৃশ্যাবলী দেখে পড়ার দোয়া, সামাজিক ব্যাপারে পড়ার দোয়া, বদ নযরের তাবিজ, বিভিন্ন সময় ও স্থানে পড়ার দোয়া, রোগ-ব্যাধি, রুগীর সেবা ও সমবেদনার দোয়া, সালাতুত তাসবীহ, ইখওয়ানুল মুসলিমিন সদস্যদের জন্য বিশেষ ওযীফা, আত্ম জিজ্ঞাসা।	৪৬-৮০

www.nagorikpathagar.org

"কল্যাণ কর তোমার পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়,
এতিম-মিসকীন, যারা অসহায়, প্রতিবেশী
এবং চলার পথে যাদের সামনে পাবে"

(সূরা আন্ নিসা, আয়াত-৩৬)

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

সকল প্রশংসা অল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। আর যাকেরীনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যাকের, শোকর গোজারীদের সরদার, নবী-রাসূলদের ইমাম, সর্বশেষ রাসূল এবং পরকালে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট মুমিনদের নেতা, হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহমত নাযিল করুন। আর নাযিল করুন ঐ সব লোকদের প্রতি, যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করবেন।

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের একটি মূল উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই তাদের সকল চিন্তাধারা আবর্তিত হয়। তাদের জীবনের সমুদয় কাজকর্মের মেরুদণ্ড হয় এ উদ্দেশ্যটিই। এটাকে 'আল-মাসালুল আলা' মহত্তম আদর্শও বলা হয়। জীবনের এই উদ্দেশ্য যত উন্নত ও মহত্তর হবে, মানুষ থেকে তত উন্নত নৈতিকতা ও কাজকর্মের প্রকাশ ঘটবে। আর এ দ্বারাই মানুষ পূর্ণতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে।

ইসলাম মানুষের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথা পরিস্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছে। আর পূর্ণতার উচ্চাসনে এবং 'মাসালুল আলা' মনযিলে উপনীত হবার জন্য তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির পর্যায়টি অতিক্রম করা মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। 'মাসালুল আলার' অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার যিকির ও প্রশংসায় নিবেদিত হওয়া। পবিত্র কালামে মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে এ ব্যাপারটির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَفِرُّ وا اِلَى اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَزِيْرٌ مُّبِيْنٌ –

"আল্লাহ্ তাআলার পানে ধাবিত হও। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ্র পক্ষ হতে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য ভীতি প্রদর্শনকারী।" (সূরা আয্ যারিয়াতঃ ৫০)

'আল্লাহ্র পানে ধাবিত হও' কথার মধ্যে আল্লাহ্র আযাব হতে মুক্তি প্রার্থনা করা এবং তার কৃপা ও পুরস্কারের আশা পোষণও শামিল রয়েছে। সুতরাং এর একমাত্র পথ হচ্ছে নিজের গোটা জীবনটাকে আল্লাহ্র বিধানের আলোকে গড়ে তোলা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।

এই সত্যটি অবহিত হবার পর আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণ হতে কোন অবস্থায়ই আমাদের গাফিল হওয়া উচিত নয়। সৃষ্টিকূলের মধ্যে আল্লাহ্র সবচেয়ে নিকটতম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যিকির, শোকর, তাসবীহ, তাহমীদ তথা সকল অবস্থায় পড়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ দোয়া কালাম বর্ণিত রয়েছে। তিনি সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ তাআলার যিকিরে মশগুল থাকতেন। এই জন্যই যাঁরা নবী করীমের প্রতি ভালবাসার দাবি করেন, আমরা সঙ্গত কারণে তাঁদের নিকট আশা করতে পারি যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য স্বীয় রাসূলের সুন্নত অনুসরণ করবেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে চলবেন এবং তাঁর থেকে যে সব দোয়া-কালাম বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কণ্ঠস্থ করে ফেলবেন। কেননা তাঁর পদাংক অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের সৌভাগ্য। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ইহকাল পরকালের মুক্তির একমাত্র পথ। কালামে পাকে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهُ وَالْيَوْمَ الاخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَثِيْرًا–

www.nagorikpathagar.org

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, অবশ্য তারই জন্য- যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের সাফল্য লাভের আশা পোষণ করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকে।" (সূরা আল আহ্‌যাব-২১)

যিকির ও যিকিরকারীদের ফযিলত

কুরআনে করীম এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে যিকিরের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যারা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের ফযিলত সম্পর্কেও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন–

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ
وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِيْنَ
وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ
كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا –

"যেসব নর-নারী মুসলিম, মুমিন, অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয়কারী, সদকা দানকারী, নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতকারী এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরকারী হবে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে রয়েছে মহান মাগফিরাত ও বিরাট প্রতিদান।" (সূরা আল আহ্‌যাব-৩৫)

কুরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'য়ালা মুমিনদেরকে যিকির করার জন্য এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন–

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا– وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً–

"হে ঈমানদারগণ। অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ তায়ালার যিকির এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর তসবীহ্ পাঠ করো।" (সূরা আল আহ্যাবঃ ৪১-৪২)

فَاذْكُرُوْنِى اَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوْلِى وَلاَ تَكْفُرُوْنِ–

" তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকেও স্মরণ করবো। আমার শুকরিয়া আদায় করো, না শুকরী করো না। (সূরা বাকারা-১৫২)

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

"(জ্ঞানী লোক তারাই) যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং গবেষণা করে আসমান-জমিনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে। এবং বলে, হে আমার রব! এ সব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। তুমি পুত পবিত্র। সুতরাং, হে প্রভূ! জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। (সূরা আলে ইমরান-১৯১)

বহু হাদীসে যিকিরের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে কুদসীর ভাষা নিম্মরূপ-

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِىْ وَاَنَا مَعْهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلاَءِ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلاَءِ خَيْرٍ مِنْهُ –

www.nagorikpathagar.org

“আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে তদ্রূপ ব্যবহার করে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে অর্থাৎ আমার যিকির করে তখন তার সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। সে যদি মনে মনে আমার যিকির করে, তখন আমি তাকে এর চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।” (বোখারী-মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, এক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ شَرَائِعَ الاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَخَبِّرْنِيْ بِشَيٍّ اَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطَبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ –

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের বিধানসমূহ আমার কাছে খুব বেশী মনে হয়, আমাকে এমন এক কাজের কথা বলে দিন, যা আমার জন্য করা খুব সহজ হয়। হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করলেন, “সর্বদা তোমার রসনাকে আল্লাহ্র যিকিরের রস দ্বারা সিক্ত রাখবে।” (তিরমিযী)

হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তায়ালা লজ্জাশীল ও দানশীল। যখন কোন বান্দা তার সামনে দুই হাত তুলে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করে তখন ঐ বান্দাকে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ্ তায়ালা লজ্জানুভব করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযি)

যিকিরের অর্থ

এখানে এ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিকিরের অর্থ শুধু এই নয় যে, রসনাকে আল্লাহ্র যিকিরে সর্বদা মশগুল রাখবে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এর প্রভাব প্রকাশ পাবে না। বস্তুতঃ যিকিরের বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতি রয়েছে। গুনাহ্ থেকে তওবা ইস্তেগফার ও যিকিরের একটি রূপ। দ্বীনি ইলম শিক্ষা করাও যিকিরের একটি বিভাগ। নিয়ত দুরস্ত রেখে রিযিক অন্বেষণ করলে তাও যিকিরের মধ্যে শামিল হয়। যিকিরের সর্বোচ্চ ও উন্নত পন্থা হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত, ক্ষমতা ও তাঁর দর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। সংক্ষেপে বলা যায়, যে কাজের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট কোন জিনিসই গোপন নয়। তিনি সর্বাবস্থায় আমাদের অবস্থা, চিন্তাধারা ও ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। তবে এই ধরনের প্রতিটি কাজই আল্লাহ্র যিকিরের মধ্যে শামিল হয়। সুতরাং একজন আরেফ বা আধ্যাত্মবাদীর জন্য সব সময় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকিরের মধ্যে মশগুল থাকা একান্ত জরুরী।

যিকিরের নিয়ম

যিকিরের ফল তখনই প্রকাশ পেতে পারে, যখন যিকিরের আদব ও নিয়ম-কানুনের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখে যিকির করা হয়। নতুবা শুধু শব্দের মধ্যে কোনই প্রভাব নেই। ওলামায়ে কেরাম ও পন্ডিত লোকগণ যিকিরের বহু নিয়ম-কানুন ও আদব বর্ণনা করেছেন। তম্মধ্যে কয়েকটি নিয়ম-কানুন এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

১. বিনয় ও নম্রতাঃ যিকিরের জন্য শব্দ চয়নের সময় আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তা মুখে উচ্চরণ করার সময় অর্থ মনে মনে স্মরণ রাখা একান্ত জরুরী। এ পথেই যিকির কালে বিনয় নম্রতা ও মিনতি ভাবের সৃষ্টি হয়।

২. যথাসম্ভব মৃদুস্বরে যিকির করাঃ এটাও যিকিরের একটা আদব যে, দুনিয়ার অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করে একাগ্র মনে এমন মৃদুস্বরে যিকির করতে হবে, যেন অপরের ইবাদতে অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ –

"হে নবী! স্বীয় পরওয়ারদিগারকে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করো; মনে মনে এবং বিনয়, নম্রতা ও কাকুতি মিনতির সাথে এবং ছোট আওয়াজে। তুমি গাফেলীনদের মধ্যে শামিল হয়ে যেও না।" (সূরা আল আরাফ-২০৫)

www.nagorikpathagar.org

৩. জামায়াতের অনুকরণঃ আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল কোন জামায়াতের সাথে যিকির করার যদি সুযোগ হয়, তবে সে অবস্থায় জামায়াতের আদব-কায়দা ও নিয়ম-কানুনের সাথে একাত্মতা বজায় রাখা আবশ্যক। জামায়াতের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা এবং আগে-পিছে করা কোনক্রমেই উচিত নয়। কোন লোক যদি এমন অবস্থায় জামায়াতের সাথে গিয়ে যিকিরে শামিল হয় যে, তারা সবেমাত্র যিকির শুরু করেছে, তবে সেও তাদের সাথে যিকিরে শামিল হয়ে যাবে। নিজে আলাদাভাবে বা আলাদাস্থানে বসে যিকির করা উচিত নয়। যিকির শেষে বাকীটুকু আদায় করে নিবে। আর যদি কেউ অনেক বিলম্বে এসে উপস্থিত হয়, তবে প্রথমে নিজের ছুটে যাওয়া অজিফা আদায় করে নিতে হবে।

৪. পবিত্রতাঃ পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্থানটি পবিত্র হওয়াও যিকিরের অন্যতম আদব। পবিত্র স্থান; যেমন-মসজিদ এবং উপযুক্ত সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫. কাকুতি-মিনতিঃ চাল-চলন ও ব্যবহারে সর্বদা বিনয়ভাব ও নম্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে কাকুতি-মিনতি করে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করতে হবে। হাসি-ঠাট্টা ও রং-তামাসা দ্বারা যিকিরের প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ ধরনের আচরণ পরিহার করে চলতে হবে।

উল্লেখিত আদব-কায়দা ও নিয়ম-কানুনসমূহ পালন করে যারা যিকির-আযকার, মোরাকাবা-মোশাহিদা ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকবে, তাদের মধ্যে এমন এক অবস্থা ও ভাবের সৃষ্টি হবে, যা ভাষায় প্রকাশ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সে নিজের অন্তরে যিকিরের প্রভাব ও আস্বাদ অনুভব করতে থাকে এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাকে শরহে সুদুর (উন্নত মন) নিশ্চিন্ততা ও ধীর-স্থিরতার (তাসকীনে কলব) মহান দৌলত দান করে ইহকাল ও পরকালে সোভাগ্যশালী করে তুলবেন।

www.nagorikpathagar.org

সম্মিলিত যিকির

হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, বহু লোক একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে যিকির করলে অধিক ফল লাভ করা যায়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ حَفَّهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ -

"যখন কিছু লোক একত্র হয়ে আল্লাহ্‌র যিকিরে আত্মনিয়োগ করে, তখন ফেরেশতাগণ এসে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলে এবং আল্লাহ্‌র রহমত এসে ঢেকে ফেলে। তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র 'সাকীনাত' রূপী আশীসধারা বর্ষিত হয়। আর আল্লাহ্ তায়ালাও ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের কথা আলোচনা করেন।"

বহু হাদীসে দেখা যায় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে সম্মিলিতভাবে যিকির করতে দেখে তাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে এভাবে যিকির করতে বারণ করেননি।

সম্মিলিতভাবে নফল ইবাদত দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হয়। যেমন পারস্পারিক সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুত হয়। আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সবচেয়ে যে সময় সম্পর্কে যিকির করার অধিক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, সে সময়গুলোর কথা স্মরণ থাকে। কখনো কখনো সম্মিলিতভাবে যিকির দ্বারা অশিক্ষিত লোকেরা দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবার সুযোগ পায় এবং তারা কিছুটা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। অবশ্যই সম্মিলিতভাবে শরীয়তের সীমারেখার অতিক্রম করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার মত পরিবেশে যিকির করা কোনক্রমেই বৈধ নয়। যেমন সম্মিলিত

www.nagorikpathagar.org

যিকির দ্বারা যদি নামাযের মধ্যে অসুবিধা দেখা দেয়, অথবা তাতে যদি অনর্থক হাসি-ঠাট্টা হয় অথবা শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কাজ যদি সেখানে হতে থাকে, তার দরুনই সম্মিলিত যিকির নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা মূলত: সম্মিলিত যিকির নিষিদ্ধ নয়।

যিকিরের বাক্য, সময় ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। যদি সকাল-সন্ধ্যায় সমজিদে বা মজলিসে একত্রিত হয়ে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কার্যাবলী পরিহার করে যিকিরের সু-ব্যবস্থা করা হয়, তবে তার দ্বারা বেশুমার ফায়দা পাওয়া যায়। কোন লোক যিকিরের মজলিসে শামিল হতে না পারলে একা একাই যিকির করা উচিত। এ ব্যাপারে চরম ও নরম পন্থাকে সর্বদাই পরিহার করে চলতে হবে।

জানার কথা

এখন আমি 'ইখওয়ানুল মুসলেমুনের' নিকট যিকির ও অজিফার এ সংকলনটিকে পেশ করছি। এ সংকলন শুধু কেবল তাদের জন্যই নয়; বরং সকল মুসলমানই এ থেকে উপকৃত হতে পারে। নি:সন্দেহে এ সংকলনটি তাদের জন্য সীমাহীন কল্যাণ বয়ে আনবে। এ সংকলন সকাল-সন্ধ্যায় এবং সম্মিলিতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে যে কোন সময় পাঠ করা যেতে পারে। যারা সংকলনের সবগুলো দোয়া-কালাম পাঠ করতে সক্ষম হবেনা, তাদের এ থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই পাঠ করা উচিত।

দিবা-রাত্রির মধ্যে কুরআনে করীম তেলাওয়াতের জন্য কিছু সময় অবশ্যই বের করে নেয়া উচিত। এরপর সুন্নাত দোয়া-কালাম তদানুপাতে পাঠ করা উচিত। আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট নেক আমল ও পূর্ণ হিদায়াতের তাওফিক প্রার্থনা করছি। পাঠক বন্ধুদের কাছে নির্জনে ও মজলিসের দোয়াসমূহে এ গুনাহগারের কথা স্মরণ করার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি।

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম।

খাকছার

হাসানুল বান্না

www.nagorikpathagar.org

“যদি ঋণ গ্রহীতা অভাবগস্ত
হয়ে পড়ে, সচ্ছলতা না আসা
পর্যন্ত তাকে পরিশোধের
তাগাদা থেকে বিরত
থেকো...”

সূরা: বাকারা, আয়াত ২৮০

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

অজীফা

اَعُوْذُ بِا للّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আমি মরদুদ শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে নিয়মিতভাবে আউজুবিল্লাহির অজিফা পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।"

হুযুরে পরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে কাজের সূচনা 'বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা হয় না, সে কাজে বরকত হয় না।'

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ،

"সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। করুণাময় ও দয়াময়। তুমিই বিচারদিনের সর্বময় কর্তা। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল-সহজ পথ প্রদর্শন করুন। সেই লোকদের পথ, যাঁদের প্রতি আপনার নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।"

www.nagorikpathagar.org

الٓمّٓ ، ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ، وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ، وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ، اُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ،

"আলিফ-লাম-মিম! এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ কিতাব সেই সব পরহেজগারদের পথ প্রদর্শক, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযিক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে। আর যে কিতাব আপনার নিকট নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং আপনার পূর্বে যে সব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, সে সব বিশ্বাস করে। আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এরাই তাদের পালনকর্তার সঠিক পথে আছে এবং এরাই সফল হবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন: যে ব্যক্তি সূরা বাকারার দশটি আয়াত অতি ভোর বেলায় পাঠ করে, তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারবে না। সন্ধ্যার সময় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটে যেতে পারে না। তার জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মান নিরাপদে থাকবে। কোন প্রকার ক্ষতি তার হবে না। (দারেমী)

তিবরানী শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা বাকারার দশটি আয়াত অর্থাৎ উক্ত সূরার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী এবং তার পরের দুই আয়াত, আর সূরার সর্বশেষ আয়াতটি তেলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তার ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না।

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ، لاَ تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لاَ نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ

www.nagorikpathagar.org

بِاِذْنِهِ ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ يُحِيطُوْنَ بِشَئٍ مِّنْ

عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ - وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَ لاَ

يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ، لاَ اِكْرَاهَ فِيْ الدِّيْنِ - قَدْ

تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ، فَمَنْ يَّكْفُرْ بِ الطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِا اللّٰهِ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى - لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ

عَلِيمٌ ، اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

- وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ تُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرَ اِلَى

الظُّلُمٰتِ ، اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ، هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

"আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি হলেন চিরঞ্জীব ও চির স্থিতিশীল সত্তা। সমগ্র জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা। তাঁর নিদ্রা-তন্দা নেই। আসমান যমীনের সব কিছুর মালিকানা তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে সুপারিশ করতে পারে? বান্দাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞান ও ইলম হতে কোন বস্তুই তাদের জ্ঞানে আসতে পারে না। কিন্তু কোন বস্তুর জ্ঞান যদি তিনি তাদেরকে দান করেন (তবে পেতে পারে)। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কোন ক্লান্তিজনক কাজ নয়। সুতরাং তিনিই মহান সর্বময় কর্তা। দ্বীন-ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোরজবরদস্তি নেই। নির্ভেজাল ও সঠিক কথাকে ভ্রান্ত চিন্তাধারা হতে পৃথক করে দেয়া হয়েছ। এখন যারা তাগুত অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, তারা এমন এক দৃঢ় রশির সাথে নিজকে বেঁধেছে, যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। যাঁরা ঈমানদার তাঁদের সাহায্যকারী ও বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা। তিনি তাঁদেরকে অন্ধকার হতে হিদায়াত বা আলোর পথে নিয়ে যান। যারা কুফরীর পথ গ্রহণ করে, তাদের বন্ধু-সাহায্যকারী হচ্ছে তাগুত বা আল্লাহদ্রোহী শক্তি। সে তাদেরকে হিদায়াত বা আলোর পথ হতে অন্ধকার বা গুমরাহীর পথে

www.nagorikpathagar.org

টেনে নিয়ে যায়। এরাই হবে দোযখের অধিবাসী এবং সে স্থান হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান।" (সূরা বাকারা: ২৫৫-২৫৭)

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ، وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ، فَيَغْفِرُلِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ، كُلٌّ اٰمَنَ بِا للّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ، لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍمِّنْ رُّسُلِهٖ ، وَقَالُوْ ا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ، غُفْرَا نَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرَ ، لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ، لَهَامَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ ، رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْاَخْطَاْنَا ، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَا قَةَ لَنَا بِهٖ ، وَاعْفُ عَنَّا ، وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا ، اَنْتَ وَمَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ ،

"আসমান-যমিনের সব কিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা। তোমরা তোমাদের অন্তরের কথাগুলো প্রকাশ করো বা গোপন রাখো, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ তায়ালা তার হিসাব তোমাদের থেকে নিবেন। অত:পর তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। তিনি প্রতিটি বস্তুর উপরই ক্ষমতাশালী। রাসূল তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা কিছু হিদায়াত তার কাছে নাযিল করা হয়েছে, তার উপর তিনি ঈমান এনেছেন। আর যারা রাসূলকে মেনে চলে তারাও এ হিদায়াতকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। তাঁরা সবাই আল্লাহ্ তায়ালা, তাঁর ফিরিশতাকুল এবং কিতাবসমূহ ও রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছেন। তাঁদের কথা হচ্ছে, আমরা

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলগণের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না। আমরা হুকুম শুনেছি এবং আনুগত্য কবুল করেছি। হে আল্লাহ! আমরা সজ্ঞানে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে আপনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কোন জীবের উপর তার ক্ষমতার বহির্ভূত কোন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক লোকই যে নেক-কাজ করেছে সে তার ফল ভোগ করবে এবং যে কু-কাজ করেছে তার প্রতিফল তার উপরই বর্তাবে। (হে-ঈমানদারগণ! তোমরা এমনিভাবে প্রার্থনা কর।) হে আমাদের পরওয়ারদিগার! ভুলবশত: আমাদের দ্বারা যা কিছু কসুর প্রকাশ পায় এবং গুনাহর কাজ হয়, তা আপনি ধরবেন না। আমাদের উপর এমন দায়িত্বের বোঝা চাপাবেন না যেমনি আপনি আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর চাপিয়ে ছিলেন। পরওয়ারদিগার! যে বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের উপর রাখবেন না। আমাদের প্রতি সদয় হোন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়াবান হোন। আপনি আমাদের মাওলা। কাফেরদের মুকাবিলায় আমাদের সাহায্য করুন।" (সূরা বাকারা-২৮৪-২৮৬)

الم ۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ -

"আল্লাহ তায়ালা, তিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব সত্তা, তিনি সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রক। মূলত: তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।" (সূরা আলে-ইমরান-২৭২)

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ - وَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّ لَا هَضْمًا -

"চিরঞ্জীব ও মহানিয়ন্ত্রক সত্তার সম্মুখে মানুষের মাথা অবনত হয়ে যাবে। যারা যালিম তারাই এ সময় ব্যর্থ হবে। আর যারা মুমিন হয়ে নেক আমল করতে থাকবে, তাদের উপর এ সময় কোন প্রকার যুলুম বা অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে না।" (সূরা তাহা: ১১১-১১২)

www.nagorikpathagar.org

নিম্নলিখিত আয়াতটি সাতবার পাঠ করবে

حَسْبِىَ اللّٰهُ - لاَ اِلَـهَ اِلاَّ هُوَ- عَلَيْـهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِيْمِ -

"আমার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তাঁর উপরই আমি নির্ভর করেছি। তিনি মহান আরশের মালিক। (সূরা তাওবা-১২৯)

হযরত আবু দারদা (রা:) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন "যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার ইহকালে-পরকালে সমূদয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের যামিনদার হবেন।" (আবু দাউদ)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُـوا الرَّحْمٰنَ ، اَيًّا مَّـا تَدْعُـوْا فَلَهُ الْاَسْـمَـاءُ الْحُسْنٰى ، وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تُخَا فِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًاوَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِّى مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -

"হে নবী! ওদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ বলে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো-যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর জন্য সমস্ত নামই সুন্দর। আর নিজেদের নামাযে আওয়াজ খুব উচ্চ করবে না এবং খুব নিম্নসূরেও নামায় পড়বে না। এ দু'য়ের মাঝখানে সুন্দরতম মধ্যম পথটি অবলম্বন করে চিত্তাকর্ষক সুরে পড়ো। আর বলো- 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি কাউকে পুত্র মনোনীত করেন নি। আর তাঁর রাজত্বের মধ্যে তাঁর কোন অংশীদারও নেই। তিনি দুর্বল নন যে, তাঁর কোন সাহায্যকারী হবে। সর্বদা তাঁর মাহাত্ম-গৌরব পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে থাকো। (সূরা বনী ইসরাঈল: ১১০-১১১)

হযরত আবু মূসা আশ্আরী (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ আয়াতগুলো পাঠ করবে, সে দিন এবং সে রাতে তার অন্ত:করণ জীবনী-শক্তি হারাবে না।

www.nagorikpathagar.org

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ ،
فَتَعَلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، لاَ اِ لٰهَ اِلَّا هُوَ ، رَ بُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ،
وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ ا للّٰهِ اِلٰهًا اخَرَ ، لاَ بُرْهَا نَ لَهُ بِهٖ ، فَاِنَّمَا حِسَا بُهٗ
عِنْدَ رَبِّه ، اِنَّهٗ لاَ يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ، وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْوَ ارْحَمْ وَاَنْتَ
خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ -

"তোমরা কি এটা ধারণা করে বসেছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে কখনো আমার নিকটে ফিরে আসতে হবে না? সুতরাং আল্লাহ্ই হচ্ছেন মহান সর্বোচ্চ কর্তা এবং সত্যিকার শাসক। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি মহান সম্মানিত আরশের মালিক। যদি কেউ আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে অর্থাৎ তার সাথে অংশীদার করে, যার দলিল-প্রমাণ বলতে তাঁর কাছে কিছুই নেই, তবে এর হিসাব-নিকাশ তাঁর প্রভুর কাছেই রয়েছে। এমন কাফের কখনো মুক্তি পাবে না। হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন-"হে আমার পরওয়ারদিগার! আপনি ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন। সমগ্র দয়াশীলদের মধ্যে আপনিই উত্তম দয়াশীল।" (সূরা মুমিনুন: ১১৫-১১৮)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক যুদ্ধের সময় সকাল-সন্ধ্যায় উল্লেখিত আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ،
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَكَذَالِكَ تُخْرَجُوْنَ ، وَ مِنْ ايَتِهٖ اَ نْ خَلَقَكُمْ
مِّنْ تُرَا بٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌتَنْتَشِرُوْنَ ، وَمِنْ اَيَتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً

www.nagorikpathagar.org

، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ، وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّلْعٰلِمِيْنَ ، وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ
فَضْلِهٖ ، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ، وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ
الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ، وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ
تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ، ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ
اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ، وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ
قٰنِتُوْنَ -

"সুতরাং যখন তোমার সকাল-সন্ধ্যা হয়, তখন তুমি আল্লাহ তায়ালার তসবীহ পাঠ করো। আসমান-যমীনে তাঁরই প্রশংসা হয়। আর ইশার সময় এবং যোহরের সময় (যখন হয়, তখন) তাঁর তাসবীহ পাঠ করো। তিনি জীবিত বস্তু হতে মৃত বস্তু এবং মৃত বস্তু হতে জীবিত বস্তু বের করে থাকেন। আর যমীনকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা হতে) বের করা হবে। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা পয়দা করেছেন। অত:পর তোমরা মানুষেরা জগতের বুকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে। আর তাঁর নির্দশনসমূহের মধ্যে এটাও একটা নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসা পয়দা করে দিয়েছেন। নি:সন্দেহে এর মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ বহু নিদর্শন রয়েছে। আর আসমান-যমিন সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে নি:সন্দেহে জ্ঞানী লোকদের জন্য আল্লাহর বহু নিদর্শন বর্তমান। আর দিবা-রাত্রে তোমাদের নিদ্রা এবং তার অফুরন্ত নিয়ামত সন্ধান করাও আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে এসবও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে আশা ও ভয় ভীতির

www.nagorikpathagar.org

সাথে বিজলীর চমকানী দেখান, আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন। অত:পর ইহার দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন। নি:সন্দেহে এর মধ্যেও জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। তাঁর আর এক নির্দশন হচ্ছে, তাঁরই নির্দেশে আসমান-যমীন কায়েম রয়েছে। অত:পর যখনই তোমাদেকে ডাকা হবে, তোমরা একই ডাকে যমীন হতে বের হয়ে আসবে। আসমান-যমীনের সবই তাঁর বান্দা এবং সকলেই তাঁর অনুগত।" (সূরা রুম-১৭-২৬)

حم ، تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ،غَافِرِالذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِىْ الطَّوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

"এ কিতাব সেই মহান প্রভুর কাছ থেকে নাযিল হয়েছে, যিনি মহাক্ষমতাশীল ও শক্তিধর। সবকিছু তিনি জানেন। তিনি গুনাহ্ মার্জনা-কারী এবং তাওবা কবুলকারী। কঠোর শাস্তিদাতা এবং বিরাট সম্পদশালী। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তাঁর কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা মু'মিন: ১৩)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– "যে ব্যক্তি হা-মিম এবং আয়াতুল কুরসী সকালে বা সন্ধ্যায় পাঠ করবে, তাকে এ দু'টি আয়াত সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অথবা সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত সর্বপ্রকার বালা-মুসিবত হতে নিরাপদে রাখবে। (তিরমিযী)

هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ، هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُالْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ، هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ، -

www.nagorikpathagar.org

"তিনিই তো আল্লাহ্, সে মহান সত্তা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের সব কিছুই জানেন। তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। তিনিই তোমাদের আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি অধিপতি, পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী, প্রতাপশালী, সব রকমের বিকৃতি ও অনিষ্টের প্রতিরোধকারী, মহিয়ান। আল্লাহ, মানুষের শিরিকী হতে পবিত্র! সেই আল্লাহই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, যথাযথভাবে প্রস্তুতকারী, আকার-আকৃতি দানকারী, তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তার তসবীহ্ পাঠ করে। আর তিনিই মহাশক্তিমান ও মহান কুশলী।" (সূরা হাশর -২২-২৪)

মহানবী (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিনে অথবা রাত্রের কোন সময় সূরা হাশরের শেষের এই আয়াতগুলো পাঠ করে এবং এদিন বা ঐ রাত্রে যদি তার ইন্তিকাল হয়, তবে তার জন্য স্বয়ং বারী তায়ালাই জান্নাতের যামিনদার হন। (বায়হাকী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ، وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ، وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَا رَهَا ، بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ، يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُالنَّاسُ اَشْتَاتًا ، لِّيُرَوْااَعْمَالَهُمْ ، فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًايَّرَهٗ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّايَّرَهٗ –

"যমীন যখন স্বীয় কম্পনের দরুন থরথর করে কেঁপে উঠবে এবং সে তার মধ্যস্থ বোঝা বাইরে ফেলে দিবে, আর মানুষ বলে উঠবে, এর হলো কি? এদিন যমীন তার সমস্ত খবর বর্ণনা করে দিবে এটা এজন্য হয়েছে যে, আপনার প্রভুর পক্ষ হতে তাকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এদিন মানুষ দলে দলে প্রত্যাবর্তন করে আসতে থাকবে। কারণ তাদেরকে তাদের আমলনামা দেখানো হবে। সুতরাং যদি কেহ অণু-পরমাণু পরিমানও নেক কাজ করে তবে সে তা দেখতে পাবে। আর কোন লোক অণু-পরমানু পরিমাণ খারাপ কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে।"

www.nagorikpathagar.org

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন পাকের এ আয়াতকে (সওয়াব ও মর্মার্থের দিক দিয়ে) অর্ধাংশের সমান নিরূপণ করেছেন। (তিরমিযী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(১৬) قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ،لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ، وَ لاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ، وَلاَ اَنَا عَابِدٌمَّا عَبَدْتُّمْ ، وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ، لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِىَ دِيْنِ ، –

"আপনি বলে দিন, হে কাফেরগণ! তোমরা যার ইবাদত করো, আমি তার ইবাদত করি না। আর তোমরাও আমার মাবুদের ইবাদত করো না। আর আমিও তোমাদের মাবুদের বন্দেগী করি না। আর তোমরাও আমার মাবুদের বন্দেগী করো না। তোমরা তোমাদের প্রতিদান পাবে আর আমি আমার প্রতিদান পাবো।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সুরা কাফেরূন এবং সুরা নসর হচ্ছে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমতুল্য। (তিরমিযি)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُاللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَا نَ تَوَّابًا ،

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন আপনি মানুষকে দেখতে পাবেন যে, তারা দলে দলে দ্বীনের মধ্যে এসে শামিল হচ্ছে। অতএব আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা করে তসবীহ্ পাঠ করতে থাকুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নি:সন্দেহে তিনি মহান তওবা কবুলকারী"

নিম্নের সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করবে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْ لَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ،

www.nagorikpathagar.org

"আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ এক। আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারুর মুখাপেক্ষী নন। তার যেমন কোন সন্তান-সন্ততি নেই, তেমনি তিনিও কারুর সন্তান নন। আর কোন কিছুই তার সমকক্ষ নয়।

সূরা ইখলাস, সুরা নাস ও ফালাক সম্পর্কে হুজুর (স:) ইরশাদ করেছেন-"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে এ সূরাগুলো পাঠ করবে, সে সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ، وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ،

"আপনি বলে দিন, আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট হতে প্রভাতের মালিকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যখন রাত্রির আগমন হয়। আর গিরার উপর পড়ে পড়ে ফু'দিয়ে অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট হতে এবং হিংসুকদের অনিষ্ট হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি–যখন তাদের মধ্যে হিংসার আগুন প্রজ্বলিত হয়।"(সূরা ফালাক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ،

"আপনি বলুন, আমি মানুষের পরওয়ারদিগার, মানুষের অধিপতি এবং মানুষের মাবুদের কাছে সেই খান্নাস শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে মানুষের অন্ত:করণে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে আর এ শয়তান মানুষের মধ্য থেকেও হতে পারে এবং জিনদের মধ্য থেকেও হতে পারে।"(সুরা নাস)

www.nagorikpathagar.org

নিম্নলিখিত দোয়া- কালাম তিনবার করে পাঠ করবে

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَلِلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَاشَرِيْكَ لَهُ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ –

"আমি এবং সমগ্র লোক ভোর করেছি। বাদশাহী ও কর্তৃত্ব আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। আর সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্যও তিনি। তার কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বে কারুরই অংশীদারিত্ব নেই। আর তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মাবুদও নেই। তার কাছেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ اَلْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ عَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَهِيْمَ

حَنِيْفًا وَّمَا كَا نَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

"আমরা কলমায়ে তওহীদ এবং ইসলামের প্রকৃতিগত নিয়মের উপর রাত কাটিয়ে ভোর করেছি। আর ভোর করেছি আমি নবী মুহাম্মাদ (স:) এর দ্বীন এবং আমাদের দাদা হযরত ইবরাহীম (আ:) এর মিল্লাতের উপর। তিনি একমাত্র আল্লাহ্র পথেই ছিলেন। তিনি মুশরিক ছিলেন না।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَصْبَحْتُ مِنْكَ فِىْ نِعْمَةٍ وَّعَافِيَّةٍ وَسِتْرٌ فَاَتِمَّ

عَلَىَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَّتَكَ وَسِتْرَكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"হে আল্লাহ! আপনার দানকৃত নিয়ামতরাজি এবং সুস্বাস্থ্য নিয়ে ভোরের শুভ উদ্বোধন করছি। সুতরাং আপনি আমার জন্য আপনার নিয়ামতকে এবং আপনার সালামকে পূর্ণ করুন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে আমার দোষত্রুটি গোপন রাখুন।"

اَللّٰحُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْبِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا

شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْشُكْرُ –

www.nagorikpathagar.org

"হে রাব্বুল আলামীন! যে পরিমাণ দান ও নিয়ামত আমাকে এবং অন্যান্যকে দেয়া হয়ে থাকে–তা সবই আপনার তরফ থেকে দেয়া হয়। আপনি একক, আপনার কোন অংশীদার নেই। অতএব সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। আপনিই কৃতজ্ঞতা পাবার একমাত্র উপযোগী।"

يَا رَبِّىْ لَكَ الْحَمْدُكَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ –

"হে আমার প্রভু! তুমি এমন প্রশংসার যোগ্য, যা তোমার মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাজত্ব ও শাসনের উপযোগী হয়।"

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِا الْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَّرَسُوْلاً –

"আল্লাহ তায়ালা প্রভু হওয়ায়, ইসলাম ধর্ম হওয়ায়; এবং হযরত মুহম্মদ (স:) নবী ও রাসূল হওয়ায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও খুশী হয়েছি।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَعَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ – وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهٖ–

"আল্লাহ্‌র জন্যই তার সৃষ্টিকুল পরিমাণ তসবীহ ও প্রশংসা। আর তাসবীহ ও প্রশংসা করছি তার আরশের অলংকার পরিমান এবং তাঁর কালামের লেখার কালি পরিমাণ এবং তার সন্তুষ্টি বিধানই কাম্য।"

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَفِى السَّمَاءِ وَهُوَا السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –

"আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর বরকত ও কৃপায় যমীন ও আসমানের কোন বস্তুই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهٗ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُهٗ

"হে আল্লাহ! আমরা জেনে শুনে তোমার সাথে কাউকে অংশীদার করা হতে

www.nagorikpathagar.org

তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি অজান্তে তোমার সাথে কাউকে অংশীদার করে বসি, তবে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

اَعُوْذُ بِكَلِمَا تِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ -

"আমি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পূর্ণাংগ কালামের মাধ্যমে তার সৃষ্টিকুলের সমস্ত অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهَرِ الرِّجَالِ -

"আয় আল্লাহ! দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, ব্যর্থতা, দুর্বলতা, ভীরুতা ও কৃপণতা এবং ঋণের বিরাট বোঝা ও মানুষের যুলুম অত্যাচার হতে আপনার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ - اَللّٰهُمَّ عَا فِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَا فِنِىْ بَصَرِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ -اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ -

"আয় আল্লাহ! আপনি আমাকে দৈহিক সুস্থতা দান করুন। আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে নিরাপদে রাখুন। আয় আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কুফরী, দরিদ্রতা এবং কবর আযাব থেকে রক্ষার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।"

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَمَنَا عَلٰى وَوَعْدِكَ مَا اَسْتَطَعْتُ ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَنَعْتُ اَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَا غْفِرْلِىْ فَاِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ -

www.nagorikpathagar.org

"হে আল্লাহ্! আপনিই আমার রব। আপনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আমি আপনার বান্দা, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণরূপে রক্ষার জন্য শক্তি সাধ্য মাফিক চেষ্টা করবো। আমি আমার কৃত অপরাধ থেকে রক্ষার জন্য আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি আপনার দানকৃত নিয়ামতের স্বীকৃতি জানাচ্ছি এবং স্বীয় গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ব্যতীত ক্ষমা করার আর কেউ নেই।"

নিম্নলিখিত অজীফা দশবার করে পাঠ করবে

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِ نَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰ لِ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكْتَ عَلٰى سَيِّدِ نَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَا لَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ –

"হে আল্লাহ্! আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল করুন। যে রূপ আপনি আমাদের নেতা হযরত ইবরাহীম (আ:) এর প্রতি এবং তার পরিজনের প্রতি রহমত নাযিল করেছিলেন। আর আপনি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবার-পরিজনদের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেরূপ হযরত ইবরাহীম (আ:) এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি নাযিল করেছিলেন। নি:সন্দেহে আপনিই সমস্ত প্রশংসার যোগ্য ও মহান।"

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ –

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই। সর্বময় ক্ষমতার মালিক তিনিই। সমস্ত প্রশংসা তার জন্যই। তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

নিম্নলিখিত কলেমাগুলো একশতবার পাঠ করবে

سُبْحَانَ اللّٰهِ -وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

"আল্লাহ্‌র সত্তা নিরঙ্কুশ ও ত্রুটিহীন এবং সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযুক্ত তিনিই। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আর তিনি সর্বোচ্চ ও মহান।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ
وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

"হে আল্লাহ্! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং কৃত গুনাহ্‌র জন্য তাওবা করছি।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ
عِلْمُكَ - وَخَطَّ بِهٖ قَلَمُكَ - وَاَحْصٰى كِتَابُكَ - وَارْضَ - اَللّٰهُمَّ عَنْ
سَادَاتِنَا اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِىٍّ - وَعَنِ الصَّحَابَةِ
اَجْمَعِيْنَ - وَعَنِ التَّابِعِيْنَ - وَتَابِعِيْهِمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ،

"হে আল্লাহ্! আমাদের নেতা আপনার বান্দা ও উম্মি নবী মুহাম্মদ (স:) এর প্রতি অশেষ রহমত নাযিল করুন। নাযিল করুন তার পরিবার পরিজন ও সাহাবাদের প্রতি, যা আপনার ইলম-এর দ্বারাই পরিসংখ্যান সম্ভব। আপনার কলমই তা লিখতে পারে এবং আপনার কিতাবেই তা শুমার হতে পারে। হে আল্লাহ্! আমাদের নেতা হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা:) এর প্রতি এবং

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র সাহাবাদের প্রতি, তাবেঈনদের প্রতি আর যারা তাদের পদাংক অনুসরণ করেছেন তাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত আপনার অনুগ্রহ বর্ষিত করুন।"

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَوَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"তোমার প্রভু পবিত্র এবং মহান সম্মানের অধিকারী। তিনি ওদের বলা সমস্ত কথা হতে পবিত্র। আর রসূলদের প্রতি সালাম এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যই।"

বিপদ দূরীকরণের অজিফা

কখনো অসুবিধা অনুভব করলে এবং আকস্মিক কোন বিপদ-আপদ দেখলে অথবা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মাথাচড়া দিয়ে উঠতে দেখলে নিম্নলিখিত অজীফা পাঠ করবে। এই অজীফা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এ অজীফার জন্য সর্বপ্রথম আউজু বিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করে সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি এবং তিনবার করে সূরা ইখলস, সুরা ফালাক ও নাস পাঠ করে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ -

অত:পর পাঠ করবে–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ - اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনের ফযিলত

কুরআনে হাকীম ইসলামী হুকুম-আহকাম বা বিধানের একটা পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র এবং এমন এক প্রস্রবণ, যেখান থেকে মুমিনদের জন্য কল্যাণ প্রাচুর্য ও জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে উত্তম ওসিলা হচ্ছে কুরআনে হাকীমের তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন এই কুরআনে হাকীম হচ্ছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মানুষের জন্য একটি পরম নিয়ামত। আল্লাহ্ তায়ালার এই নিয়ামত থেকে শক্তি সাধ্য অনুযায়ী স্বীয় অংশ নিয়ে নাও। কুরআনে হাকীমের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং এই পরশপত্র দ্বারাই মানুষের অন্তর, মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারাকে পবিত্র করা যেতে পারে। আর মানুষ এর দ্বারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আরোগ্যও লাভ করতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআনের উপর আমল করেছে অর্থাৎ কুরআনের বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করছে, তার জন্য এটা ঢাল বিশেষ। এর বিধানগুলো অনুযায়ী তারা কখনোই পথভ্রষ্ট হতে পারে না। আর যারা এর বিধান অনুযায়ী চলছে তারা এমনভাবে কখনোই গোমরাহ হয় না, যে তাদেরকে নতুন করে পথ প্রদর্শন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কুরআনের বিষয়বস্তুর প্রতি যতই গভীর দৃষ্টি দিবে এবং চিন্তাভাবনা করবে, এর অলৌকিকত্ব ততোই অধিক পরিমাণে প্রকাশ হতে থাকবে, কখনো শেষ হবার নয়। এর অধিক অধ্যয়ন ও তিলাওয়াত দ্বারা কখনো এর নতুনত্ব দূর হয়ে পুরাতন হয়ে গিয়েছে বলে মনে হয় না। একে পাঠ করার সময় আল্লাহ্‌র ভান্ডার থেকে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী দান করা হয়। الم। কে কখনো একটি হরফ বলা উচিৎ নয়, বরং الم। হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি হরফ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুযর গিফারী (রা:) কে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন, কুরআনে কারীমের অধ্যয়ন, পঠন ও তিলাওয়াতকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কেননা আল্লাহ্‌র যমীনের বুকে তুমি এর দ্বারা নূর লাভ করবে এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা:) এর বর্ণনা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিশুদ্ধভাবে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি পরকালে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। তোতলামীর দরুণ যদি কোন লোকের পক্ষে কুরআনে হাকীম পাঠ করা কষ্টকর হয়, কিন্তু তবু সে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকে এবং আটকে আটকে কুরআন তিলাওয়াত করে, তবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

আখেরী নবী তাঁর সাহাবীদেরকে কুরআনে হাকীম খুব ভাল করে শিক্ষা দিতেন এবং কুরআন মুখস্থ করার ভিত্তিতেই তাঁদের পদমর্যাদা নির্ধারণ করতেন। কোন লোক কুরআন মজীদ পাঠ করতে অপারগ হলে তিনি তাঁকে কুরআন মজীদ শুনার এবং বুঝবার উপদেশ দিতেন, যাতে লোকটি আল-কুরআনের আধ্যাত্মিক বরকত হতে বঞ্চিত না হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) -এর বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াতও গভীরভাবে শুনেছে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লিখে দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি শুধু একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছে, কিয়ামতের দিন তার জন্য এই একটি আয়াতই আলোকবর্তিকার কাজ করবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কোথাও প্রেরণ করার সময় তাদেরকে বললেন, তোমাদের যার যতটুকু কুরআন মজীদ মুখস্থ আছে, আমাকে শুনাও। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মুখস্থ অংশগুলো শুনালো। এই দলে খুব অল্প বয়স্ক এক যুবক ছিলো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন–তোমার কি সূরা বাকারাও মুখস্থ আছে? যুবক জবাব দিলো জি, হাঁ। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, যাও তুমি এই দলের নেতা। (তিরমিযী ও অন্যান্য)

আমাদের পূর্বপুরুষরা কুরআনে করীমের ফযিলত এবং তার তিলাওয়াতের উপকারিতা ও বরকত সম্পর্কে বেশ ওয়াকিফহাল ছিলেন। এ কারণেই তারা নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন কুরআনকে ভিত্তি করেই রচনা করেছিলেন এবং সরাসরি কুরআন থেকেই বিধান নিয়েছিলেন। কুরআনুল করীমের তিলাওয়াতে তাদের অন্ত:করণ প্রশান্তি লাভ করতো। কুরআনে হাকীমের তালীম

www.nagorikpathagar.org

গ্রহণ ও তালীম দানের কাজে মশগুল থাকাই ছিল তাদের দৈনন্দিন ইবাদতের তালিকার একটি অন্যতম কাজ। কুরআনে হাকীম তাদের অন্ত:করণের সুগভীর তলদেশ পর্যন্ত শিকড় গেড়েছিলো এবং এর অর্থ তাদের আত্মার সাথে গ্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের হাতে জগতের শাসন ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাছাড়া পরকালে তাদের জন্য প্রতিদান সওয়াব তো রয়েছেই। সেখানে রয়েছে তাদের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন। আমরা জেনে শুনে কুরআনকে পেছনে ফেলে রেখেছি এবং কুরআন থেকে দুরে অবস্থান করছি। ফলে দুনিয়াও আমাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে এবং পরকালও আমরা হারাতে বসেছি। না পেলাম ইহকাল না পেলাম পরকাল।

হযরত আনাস (রা:) এর বর্ণনা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সম্মুখে আমার উম্মতের সওয়াব পেশ করা হয়েছে। এমন কি সেই খড় কুটাটিও বাদ দেয়া হয়নি যা কোন লোক মসজিদ থেকে বাহিরে ফেলে দিয়েছে। অত:পর আমার উম্মতের গুনাহও দেখানো হলো। আমি তাতে এর চেয়ে বড় কোন গুনাহ দেখতে পেলাম না। যে কোন লোক কুরআনে হাকীমের কোন সূরা বা আয়াত মুখস্থ করার পর তা সে ভুলে গিয়েছে।" (তিরমিযী, আবুদাউদ ও ইবনে মাযা)

সুতরাং সমগ্র যিকির আযকার ও অজীফার তালিকায় কুরআনে হাকীমের তিলাওয়াতকে প্রথম স্থান দেয়ার জন্য আমি ইখওয়ানুল মুসলেমুনের প্রত্যেক সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এটা এরূপেই সম্ভব যে, প্রত্যেক ভাই কুরআনে করীমের কিছু অংশের তিলাওয়াত নিজের প্রত্যেকটি কর্মসূচীর তালিকাভূক্ত করে নিবে।

তিলাওয়াতের পরিমাণ

প্রত্যেক লোকের অবস্থা বিভিন্ন হয়। এজন্য (প্রত্যেকের জন্য) তিলাওয়াতের কোন পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। কারণ প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিগত অবস্থা ও ক্ষমতার উপর এটা নির্ভর করে। কিন্তু কোন একটি দিনও যাতে করে বিনা তিলাওয়াতে অতিবাহিত না হয় সেদিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কুরআনে

www.nagorikpathagar.org

হাকীম তিলাওয়াতের ব্যাপারে আমাদের পূর্ব যামানার লোকদের কর্মপন্থা কি ছিলো সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

১. কুরআনে হাকীম খতম করার সর্বনিম্ন সময় হচ্ছে তিন দিন। আমাদের পূর্ব যামানার বুযুর্গান তিন দিনের কমে এবং এক মাসের অধিক সময়ে কুরআন খতম করা অপছন্দ করতেন। তাঁরা বলতেন, তিন দিনের চেয়ে কম সময়ে কুরআনে করীমের প্রতিবেদন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আদৌ যথেষ্ট নয়। আর এক মাসের বেশী সময় নিয়ে খতম করার অর্থ হচ্ছে কুরআনের তিলাওয়াতের প্রতি তার আন্তরিক আগ্রহ নেই। মাঝে মাঝে তিলাওয়াত পরিত্যাগ করা হয়ে থাকে। উহাকে সময়ের অপচয় বলা যেতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) এর বর্ণনা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনকে আদৌ বুঝেনি, সে-ই তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে। (তিরমিযী, আবুদ দাউদ, ইবনে মাজা)

২. এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা হচ্ছে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনুল আস (রা:)-কে সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করার নির্দেশ দিয়েছিলে। এক জামায়াত সাহাবার জীবনের আমল এটাই ছিলো। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ওসমান, যায়েদ ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কায়াব (রা:) প্রমুখ সাহাবীবৃন্দ।

হযরত ওসমান (রা:)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি জুমুয়ার রাতে কুরআনে হাকীম তিলাওয়াত শুরু করতেন এবং প্রত্যেক রাতে এক এক মঞ্জিল শেষ করতেন। অর্থাৎ প্রথম রাতে (শুক্রবার) সূরা বাকারা হতে মায়েদা পর্যন্ত, শনিবার রাতে সূরা আনয়াম হতে হুদ পর্যন্ত, রোববার রাতে সূরা ইউসুফ হতে সূরা মরিয়াম পর্যন্ত, সোমবার রাতে সূরা তাহা হতে কাসাস পর্যন্ত, মঙ্গলবার রাতে সূরা আনকাবুত হতে সূরা সোয়াদ পর্যন্ত, বুধবার রাতে সূরা তানযীল হতে সূরা রহমান পর্যন্ত, বৃহস্পতিবার রাতে কুরআন করীম খতম করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা:) কিভাবে তিলাওয়াত করতেন সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও তিনি যে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার কুরআনে করীম খতম করতেন তা সর্বসম্মত কথা।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক ইখওয়ান সদস্যের জন্য নিজ শক্তিসামর্থ অনুযায়ী দৈনিক কুরআনে হাকীম তিলাওয়াত করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে কোনক্রমেই শিথিলতা প্রদর্শন করা চলবেনা। নিজের তিলাওয়াত করার সামর্থ না হলে তিলাওয়াত শুনার অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। অথবা কয়েকটি সূরা মৌখিকভাবে মুখস্থ করে রাখবে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেগুলো তিলাওয়াত করবে।

যে সব সূরার অধিক তিলাওয়াত মুস্তাহাব

প্রত্যেক ইখওয়ান সদস্যের সূরা ইয়াসীন, সূরা দুখান, সূরা ওয়াকেয়াহ ও সূরা মুলকের তিলাওয়াত নিজের দৈনিক আমলে পরিণত করা উচিত। জুম্‌য়ার রাতে এবং জুম্‌য়ার দিনে এসব সূরার তিলাওয়াতের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করবে এবং এই সঙ্গে সূরা কাহাফ ও সূরা আলে-ইমরানকেও মিলিয়ে নিবে। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা:) থেকে হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

১. মা'য়াকাল বিন ইয়াসার (রা:) এর বর্ণনা-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং পরকালের উদ্দেশ্যে এসব সূরা তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তোমরা নিজেদের মৃত লোকদের জন্যও এগুলো পাঠ করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্য)

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা:) এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা মূলক এর তিলাওয়াতকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে কবর আযাব থেকে নিরাপদে রাখবেন। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় সুরা মূল্‌ককে আলমানেয়া (কবর আযাব নিরোধকারী) বলে থাকতাম। এ সূরাটি আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি বরকতময় সুরা। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে এটি তিলাওয়াত করবে সে বেশুমার বরকত লাভ করতে পারবে।

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে এমনি একটি বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে যে, কোন লোক রাত্রিকালে সূরা দুখান তিলাওয়াত করলে তার প্রভাত এমন অবস্থায় হয় যে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ইস্তেগফার করতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

৪. হযরত আবু সাঈদ (রা:)- এর বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুম্‌য়ার দিন আলে-ইমরান তিলাওয়াত করে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি রহমত নাযিল করেন। আর ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকেন। (তিবরানী ও অন্যান্য)

এমনিভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে সূরা ওয়াকেয়ার ফযিলত সম্পর্কে কয়েকটি (মরফু ও মওকুফ) হাদীস বর্ণিত আছে, কেননা সুরাটিতে প্রতিদান শাস্তি ও হাশর-নশর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের এ সূরাটি পাঠের সৌভাগ্য থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। দিনে একবার অবশ্যই পাঠ করা উচিত, রাতের বেলা পাঠ করা অধিক ফযিলতপূর্ণ। জুময়ার দিনে ও রাতে এক একবার পাঠ করা খুব ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে। আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়টিকে সূরা আলে-ইমরানের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত রাখবে। কেননা ও সময়টি দোয়া কবুলের সময়। সুতরাং এ সময় উত্তম ইবাদত অর্থাৎ তিলাওয়াতে কুরআনের মধ্যে মশগুল থাকা উচিত।

তিলাওয়াতের আদব

ইতিপূর্বে মোটামুটিভাবে যিকিরের আদব বর্ণনা হয়েছে। এখন আমরা তিলাওয়াতের বিশেষ আদবগুলো বর্ণনা করছি।

কুআনের অর্থ অনুধাবন এবং উহার মর্মের উপর চিন্তা-ভাবনা করাই কুরআন তিলাওয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন-

كِتَابٌ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ

"এই কিতাবকে আমি আপনার কাছে বরকতময় রূপে নাযিল করেছি; একে নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ এর আয়াত নিয়ে গবেষণা করবে এবং জ্ঞানী লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।"

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালাই যখন চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করাকে এর নাযিলের উদ্দেশ্য নির্ধারিণ করেছেন, তখন এটা করা আমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য।

তিলাওয়াতের সময় তাজবীদের নিয়ম-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং হরফগুলো উচ্চারণের সময় মাখরাজের প্রতি খেয়াল রাখাও তেলাওয়াতের আদবের অন্তর্ভুক্ত। মদগুলো ঠিক মত আদায় করা, গুন্নাহ্ আদায় করা এবং যেখানে যেখানে পোর ও বারিক করে পড়তে হয়, সেখানে অনুরূপভাবে পাঠ করতে হবে।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা:) এর বর্ণনা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আল-কুরআনে সুখ-দু:খের বহু বিবরণ স্পষ্ট রয়েছে। তোমরা এসব তিলাওয়াত করলে তোমাদের চেহারায় এর প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং দু:খ-কষ্ট ও চিন্তার ভাবটি প্রকাশ পাওয়া উচিত। যদি তোমাদের চোখযুগল হতে অশ্রু নির্গত না হয়, তবে ক্রন্দনের ভান করা উচিত। পাঠ করার সময় সুললিত কণ্ঠে পাঠ করার প্রতি খেয়াল করবে। যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে পাঠ করার চেষ্টা করে না, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। (ইবনে মাজা ও অনান্য)

এখানে যেমন সুললিত কণ্ঠের বিবরণের মধ্যে তাজবীদের কথা নিহিত রয়েছে তেমনি বিনয় ও আন্তরিক ভাবে আল্লাহ্ ভীরুতার কথাও রয়েছে।

হযরত যাবির (রা:) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আওয়াযে ঐ লোকই কুরআন পাঠ করে থাকে, যার কুরআন পাঠ শুনে এই মনে হয় যে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। (ইবনে মাজা)

কুরআনী মাহফিল

দোয়া-দরূদ, যিকির-আয্কার ও ওজীফার মধ্যে বিভিন্ন সময় কুরআন পাক শোনার জন্য মাহফিল অনুষ্ঠান ও মজলিস করতে হবে। যে ব্যক্তি শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারে তার থেকে তিলাওয়াত শুনতে হবে। পাঠকদের উল্লিখিত আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাজবীদের সাথে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা

www.nagorikpathagar.org

বাঞ্চনীয়। কুরআনে হাকীম পঠিত হওয়ার সময় শ্রোতাদের পূর্ণরূপে নীরবতা অবলম্বন করে অর্থ ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিতে হবে এবং মর্মার্থকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। আর আন্তরিক নিষ্ঠা একাগ্রচিত্ততা ও আল্লাহ্ ভীরুতার ভাবধারা নিজের মধ্যে আনয়নের চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা কুরআন পাকের এ ঘোষণার প্রতি অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ –

"যখন কুরআনে করীম তিলাওয়াত করা হয় তখন গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভবত: তোমরা এভাবেই তার রহমত লাভ করতে সক্ষম হবে।" (সূরা আল-অ'রাফ-২০৪)

কুরআনে করীম শোনার সময় সাহাবীদের (রা:) অবস্থা দেখে মনে হতো তাঁদের মাথায় পাখী বসে আছে এবং তাঁরা বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করছেন না।

মক্কা শরীফের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ওয়াজ-নসীহত শোনার ইচ্ছা হলে তাঁরা ইমাম শাফেয়ী (রা:) এর খেদমতে উপস্থিত হতেন। কেননা তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো অত্যন্ত মিষ্টি। তিনি অতি সুললিত কণ্ঠে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতেন। ইমাম শাফেয়ী কুরআন তিলাওয়াতের সময় শ্রোতাগণ শুনতেন এবং মানুষ মনে করতো যে, এদেঁর চেয়ে অধিক ক্রন্দনশীল আর কোন লোক নেই।

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ –

"যখন তারা রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত কালাম শ্রবন করে তখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের ফলে তাদের আঁখিযুগল থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়।"

এ ধরনের মাহফিলে কোন আলেম লোক অংশ গ্রহণ করলে তাদের উচিত সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তিলাওয়াতকৃত আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা উপস্থিত লোকদের শুনিয়ে দেয়া।

www.nagorikpathagar.org

কুরআন হেফজ করা

কুরআনে করীম থেকে সম্ভাব্য পরিমাণে সূরা বা আয়াত মুখস্থ করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব। দৈনিক একটি বা কয়েকটি আয়াত সুন্দররূপে মুখস্থ করে নেবে। এমনিভাবে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালালে কুরআনে করীমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুখস্ত করে নিতে পারবে।

"মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুযর গিফারী (রা:)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন- "হে আবুযর! তুমি যদি প্রতিদিন আল্লাহর কিতাবের একটি করে আয়াত মুখস্থ কর, তবে ইহা দৈনিক একশত রাকাআত নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম কাজ হবে।" (ইবনে মাযাহ)

মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের উক্ত হাদীসটির সমর্থনে আর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সুতরাং এই ফযীলত হতে বঞ্চিত থাকা উচিত নয়। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাকারীদের মধ্যে শামিল করেন। তাতে করে আমরাও তাঁর বিশেষ বান্দা হতে পারবো। আর আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ বর্ষিত হলে এরূপ যোগ্যতা অর্জন করা কঠিন ব্যাপার নয়।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

[রাতে ও দিনে পড়ার দোয়া-কালাম]

নিদ্রা থেকে জেগে পড়ার দোয়া

১. হযরত হুযায়ফা ও আবুযর গিফারী (রা:) বলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা থেকে জেগে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ –

"সর্বপ্রকার প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন। তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (বুখারী)

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) এর বর্ণনা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমাদের মধ্যে কেউ নিদ্রা হতে উঠলে প্রার্থনা করবে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّعَلَىَّ رُوْحِىْ وَعَافَانِىْ فِىْ جَسَدِىْ وَاَذِنَ لِىْ بِذِكْرِهِ –

"সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমার রূহকে আমার মধ্যে ফেরত পাঠিয়েছেন, আমার শরীর সুস্থ্ রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (ইবনে সুন্নাহ)

৩. উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা:) এর বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কোন লোক নিদ্রা হতে জাগরিত হবার পর এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেন.-যদি তার গুনাহ সমুদ্রের ঢেউ পরিমাণও হয়। দোয়াটি এই–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ –

www.nagorikpathagar.org

"এক আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ বন্দেগীর উপযুক্ত নয়। তার কোন অংশীদার নেই। সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনি। সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র তাঁরই করা যেতে পারে। তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।" (ইবনে সুন্নাহ)

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রা:) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানীর বর্ণনা দিতেছেন যে, কোন লোক নিদ্রা হতে জাগরিত হবার পর নিম্নের এই দোয়াটি পাঠ করলে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালাই সে ব্যক্তির সত্যায়িত করেন। দোয়াটি হল–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ النَّوْمَ وَالْيَقْظَةَ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بَعَثَنِىْ سَالِمًا سَوِيًّا اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْمَوْتَ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি নিদ্রা ও জাগরিত হওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সহী সালামতে নিদ্রা হতে দ্বিতীয়বার জাগরিত করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালাই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।" (ইবনে সুন্না)

(৫) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা:) বলেন- হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা থেকে জাগরিত হবার পর নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করতেন:

لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ -وَاَسْاَلُكَ رَحْمَتَكَ - اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً - اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

"হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আপনি ত্রুটিমুক্ত। হে মাবুদ! আমি আপনার কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার রহমত ভিক্ষা চাইছি। হে মাবূদ! আপনি আমার ইল্‌মকে বাড়িয়ে দিন। আমাকে হেদায়াত করার পর আমার কলবকে পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষা করুন।

www.nagorikpathagar.org

আপনার দরবার থেকে আমার জন্য রহমত নাযিল করুন। নি:সন্দেহে নাযিল করুন। নি:সন্দেহে আপনি অতিশয় দানশীল।" (আবু দাউদ)

পোশাক পরিধান ও পরিত্যাগ করার দোয়া

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন জামা, চাদর, পাগড়ী ইত্যাদি পরিধান করতেন তখন তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَ خَيْرِ مَا هُوَلَهٗ ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّمَا هُوَ لَهٗ-

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ইহার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা বানান হয়েছে উহার কল্যাণ প্রার্থনা করছি ইহার অনিষ্টতা এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা বানান হয়েছে উহার অনিষ্টতা হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (ইবনে সুন্নাহ)

২. হযরত মা'য়াজ বিন জাবাল (রা:)-এর বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের সময় নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বাপর সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ وَّلاَ قُوَّةٍ -

"যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং যিনি আমার অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইহা পরিধানের জন্য আমাকে দিয়েছেন, আমি সেই মহান প্রভুর প্রশংসা করছি এবং শুকরিয়া আদায় করছি।" (ইবনে সুন্নাহ)

৩. হযরত আনাস (রা:)-এর বর্ণনা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-"জিনদের চক্ষু এবং মানুষের সতরের মধ্যে এটাই একমাত্র

www.nagorikpathagar.org

আবরণ যে, কাপড় ছাড়ার সময় মুসলমানেরা নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ -

"আল্লাহ তায়ালার নামে শুরু করছি (যিনি আমাকে কাপড় পরিধানের ও খোলার নির্দেশ দিয়েছেন), তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।" (ইবনে সুন্নাহ)

ঘর থেকে বাহির ও প্রবেশের দোয়া

১. হযরত আনাস (রা:) এর বর্ণনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বাহির হবার সময় এই দোয়া পাঠ করে-

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِا للّٰهِ -

"আমি আল্লাহ্র নামে বাহির হচ্ছি এবং তার উপর পূর্ণ ভরসা করছি। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কারো নিকট কোন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নেই।"

يُقَا لُ لَهُ كُفِيْتَ وَوُفِيْتَ وَهُدِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ -

"তখন তাকে বলা হয়, এখন তোমার রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তোমাকে ভ্রান্ত পথ হতে বাঁচান হয়েছে এবং হেদায়েতের পথে আনা হয়েছে। শয়তানও তার কাছ থেকে দুরে সরে যায়।" (আবু দাউদ, তিরমিযী,নাসাঈ)

(২) হযরত আবু মালেক আনসারী (রা:)-এর বর্ণনা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কোন লোক ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে এই দোয়াটি পাঠ করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَالْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِاسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا -

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উত্তম স্থানে প্রবেশ ও বাহির হবার প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর নামের বরকতেই প্রবেশ করছি এবং তাঁর নাম

www.nagorikpathagar.org

নিয়েই বাহির হচ্ছি। আর আমি আল্লাহ তায়ালার উপরই পূর্ণ আস্থা স্থাপন করছি।" (আবু দাউদ)

মসজিদে প্রবেশ ও বাহিরের দোয়া

(১) হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাবার জন্য যখন বাহির হতেন, তখন এই দোয়াটি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَ عَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَ عَنْ يَسَارِىْ نُوْرًا وَ فَوْقِىْ نُوْرًا وَ تَحْتِىْ نُوْرًا وَ اَمَامِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا -

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর ভরে দিন। চক্ষুযুগল ও কর্ণযুগলকে নূর দ্বারা উজ্জ্বল করে দন। আমার ডানে-বামে, উপরে-নীচে সামনে পিছনে সর্বত্র নূর দ্বারা আলোকময় করে তুলুন এবং আমাকে নূরের বিমুর্ত্ত প্রতীক বানিয়ে দিন।" (বুখারী)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

"মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর দীপ্ত নূর এবং প্রাচীনতম রাজত্বের মাধ্যমে মরদুদ শয়তানের অনিষ্টতা থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (আবু দাউদ)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন লোক এই দোয়া পাঠ করে তখন শয়তান আফসোস করে বলে, আজকের সারা দিনের জন্য এই লোকটি আমার ইন্দ্রজাল থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

৩. হযরত আনাস বিন মালেক (রা:) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ –

“আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! মুহাম্মদের প্রতি রহমত নাযিল করুন।”

মসজিদ থেকে বের হবার সময় বলতেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

“হে আল্লাহ! মুহাম্মদের প্রতি রহমত নাযিল করুন।” (ইবনে সুন্নাহ)

৪. আবু হামিদ বা আবু সাঈদ (রা:)-এর বর্ণনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করে তখন আমাকে সালাম করার পর এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ –

“হে আল্লাহ! আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দিন।”

(৫) সমজিদে থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ –

“হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসলিম)

পায়খানা প্রস্রাব ও স্ত্রী সহবাসের দোয়া

১. হযরত আনাস বিন মালেক (রা:) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় যাওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ –

www.nagorikpathagar.org

"হে আল্লাহ্! স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার জিন থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (বুখারী- মুসলিম)

২. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হবার সময় এই ভাষায় দোয়া করতেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذَاقَنِيْ لَذَّتَهُ - وَ اَبْقٰى فِيَّ قُوَّتَهُ وَدَفَعَ عَنِّىْ اَذَ

দ

"সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত, যিনি আমাকে তার খাদ্য সামগ্রীর স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং উহার উপাদান আমার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আর তিনি উহার ক্ষতিকর বস্তুগুলো আমার থেকে দূর করেছেন। (ইবনে সুন্নাহ, তিবরানী)

৩. উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশ (রা:) বর্ণনা করে:, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে বলতেন, غفرانك "হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কোন লোক স্ত্রীর সাথে সহবাস করার জন্য উদ্যত হবে, তখন এই দোয়া পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا -

"আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ্! আমার থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদের জন্য এই কাজের যা কিছু ফল নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাকেও শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখুন"(বুখারী)

এ মিলনের ফলে যদি কোন সন্তান জন্ম নেয় তবে শয়তান কখনো উহার অনিষ্ট করতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

অজু গোসল ও আযানের দোয়া

১. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা:) বলেন, আমি এমন এক সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে ছিলাম যখন তিনি অজু করছিলেন এবং তাঁর যবান মোবারকে এই দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিল–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارَكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ –

"হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আমার ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।" (নাসাঈ, ইবনে সুন্নাহ)

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই এইভাবে দোয়া করছিলেন। হুজুর ইরশাদ করলেন- এই দোয়ায়ই সব কিছু এসে গেছে।

২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এর বর্ণনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম ইরশাদ করেছন- যে ব্যক্তি সুন্দররূপে অজু করার পর এই ভাষায় দোয়া করে; তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে। দোয়া হচ্ছে:

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ – اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَا جْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ –

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারী লোকদের মধ্যে শামিল করুন।" (মুসলিম, তিরমিযী)

৩. হযরত জাবির (রা:) এর বর্ণনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে লোক আযান শোনার পর এই দোয়াটি পাঠ করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَاً نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّه –

"হে আল্লাহ! এই পূর্ণাংগ দাওয়াত এবং অনুষ্ঠিতব্য নামায দ্বারা আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলায় মাকাম (পদমর্যাদা) এবং মাহান সম্মানের আসন দান করুন। এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত পদমর্যাদায়) পৌছান, যার ওয়াদা আপনি তার কাছে দিয়েছেন।" (বুখারী)

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:)- এর বর্ণনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে খানা পেশ করা হলে তিনি দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَا بَ لنَّارِ ، بِسْمِ اللّٰهِ

"আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্র নামে আমি (খাওয়া) শুরু করছি।" (ইবনে সুন্না)

২. উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা:) বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কোন লোক খানা খাওয়া শুরু করলে আল্লাহর নামেই শুরু করবে। শুরু করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ভুলে গেলে এবং পানাহারের মধ্যে কোন সময় মনে পড়লে এমনিভাবে বলবে:

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلِه وَاٰخِرِه –

"শুরু ও শেষ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি।" (আবু দাউদ, তিরমিযি)

৩. হযরত আবু সাঈদ (রা:) বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহার শেষ করার পর এমনিভাবে দোয়া করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

"আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযা)

www.nagorikpathagar.org

৪. হযরত মায়ায বিন জাবাল (রা:)- এর বর্ণনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি পানাহার করার পর এভাবে দোয়া করবে, তার দ্বারা ঘটিত সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِنِّىْ وَلَاقُوَّةٍ

" আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই এই নেয়ামত দান করেছেন।" (তিরমিযী)

তাহাজ্জুদের সময়ের দোয়া

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর বর্ণনা- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য সজাগ হলে এই দোয়া করতেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ – وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ – اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنَبْتُ – وَبِكَ خَاصَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ –

"হে আল্লাহ্! সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য তুমিই, আসমান যমীন এবং তার মধ্যে যা

www.nagorikpathagar.org

কিছু রয়েছে তার সকল ব্যবস্থাপনার মহাপরিচালকও তুমিই। তোমার সত্তাই প্রশংসার যোগ্য। আসমান, যমীন এবং এ সবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবার উপর তোমারই শাসনদন্ড। তোমারই সত্তার জন্য সকল প্রশংসা। আসমান, যমীন এবং এ সবের মধ্যস্থ সবকিছুর তুমিই আলো। তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত-জাহান্নাম সত্য, মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য, কিয়ামতের আগমন সত্য, নবীগণ সত্য। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার আনুগত্য মেনে নিয়েছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার উপর নির্ভর করেছি, তোমার পানে মনোযোগ দিচ্ছি, তোমার জন্যই সংগ্রাম করেছি। তোমার কাছে ফায়সালার জন্য এসেছি। অতএব তুমি আমার অগ্র পশ্চাতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা করে দাও গোপনে ও প্রকাশ্যে কৃত সকল গুনাহ এবং যেসব গুনাহ সম্পর্কে আমার চেয়ে তুমি বেশী ওয়াকিফহাল। আউয়াল আখের শুরু ও শেষ তুমিই। তুমি ব্যতীত অপর কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ ছাড়া পাপ থেকে রক্ষাকারী এবং পুণ্য করার শক্তিদানকারী আর কেউ নেই।"

২. হযরত আবু সাঈদ (রা:) বলেন: আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি; তোমাদের মধ্যে কোন লোক পছন্দমত স্বপ্ন দেখলে মনে করবে এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেখান হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে উচিত আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং এই স্বপ্নের বিষয় লোকের সাথে আলোচনা করা। আর কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখলে মনে করবে যে, এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসার দরুন হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং কারুর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করবে না। কেননা এসব স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৩. হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা:) এর বর্ণনা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যদি তোমাদের কেউ স্বপ্নে ভয় পায়, তবে আল্লাহ্র কাছে নিম্নলিখিত ভাষায় তার প্রার্থনা করা উচিত–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَ عِقَابِهٖ وَ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ –

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ তায়ালার পূর্ণাংগ কলেমার অছিলায় তার গজব ও আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি-আর চাচ্ছি তাঁর বান্দাদের অনিষ্টতা এবং শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

এই দোয়ার বরকতে তার কোন অনিষ্ট হবে না। সে সকল প্রকার বিপদ-আপদ হতে নিরাপদে থাকবে।

অনিদ্রা দূরীকরণের দোয়া

১. হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রা:) বলেন: আমার অনিদ্রা দেখা দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: আমি তোমাকে এমন কতকগুলো বাক্য শিখিয়ে দেবো সেগুলো পাঠ করলে তোমার এই রোগ দূর হয়ে যাবে এবং তোমার নিদ্রা হবে। সেগুলো হলো:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ وَ رَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ كُنْ لِىْ جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ اَجْمَعِيْنَ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ اَوْ يَطْغٰى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ -

"হে সাত আসমান ও এই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ, যাদের উপর সাত আসমান ছায়াস্বরূপ রয়েছে, হে যমীন এবং ঐ সকল বস্তুর মালিক, যাদের ভার যমীন বহন করে চলছে, হে শয়তানের প্রভু এবং ঐ সকল জিনিষের প্রভূ যাদেরকে শয়তান সরল সহজ পথ থেকে বিপথে নিয়ে গেছে, তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট হতে রক্ষা কর, ওদের কেউ যেন আমার ক্ষতি করতে না পারে। তোমার আশ্রয়ই মহা-রক্ষক ও ক্ষমতাশালী এবং তোমার নাম অতি বরকতময়।" (তিবরানী)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ এই দোয়া পাঠ করার সাথে সাথেই তাঁর নিদ্রা এসে যেত।

www.nagorikpathagar.org

২. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা:) বলেন: আমি কোন এক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনিদ্রার কথা বললে তিনি আমাকে এই ভাবে দোয়া করার জন্য বলেন। আমি এই দোয়া পাঠ করা মাত্রই আল্লাহ তায়ালা আমার অনিদ্রা দূর করে দেন। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمِ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ و اَنْتَ حَىٌّ وَقَيُّوْمٌ لاَ تَأْخُذُ كَ سِنَةٌ وَّ لاَنَوْمٌ - يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ - لاَتَاخُذُكَ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ- يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ اِهْدِ لَيْلِىْ وَاَنِمْ عَيْنِىْ -

"আয় আল্লাহ ! নক্ষত্ররাজি অস্ত হয়েছে, রাত্রিটি বিনিদ্রায় চলছে, তুমিই একমাত্র জীবিত ও স্থিতিশীল সত্তা। তোমার নিদ্রা, তন্দ্রা কিছুই নেই। হে চিরঞ্জীব চিরস্থিতিশীল সত্তা। রাত্রটি সুন্দরভাবে কাটিয়ে দাও এবং আমার নয়ন যুগলে নিদ্রা এনে দাও।" (ইবনে সুন্নাহ)

নিদ্রার পূর্বের দোয়া

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) -এর বর্ণনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কোন লোক যখন শয়ন করার জন্য বিছানার যাবে তখন কাপড় দ্বারা বিছানাটি ভাল করে ঝেড়ে নেয়া উচিত এবং এই দোয়াটি পাঠ করা উচিত–

بِاِسْمِكَ رَبِّىْ وَ ضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفِظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ-

"হে মাওলা! তোমার নাম নিয়েই শয়ন করছি এবং তোমার নামেই গা তুলছি। যদি নিদ্রাবস্থায় আমার জান কবজ হয়ে যায়, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করে

www.nagorikpathagar.org

দিন। যদি আপনি আমার প্রাণকে ফিরিয়ে দেন, তবে তা এমন ভাবে হেফাজত করুন, যেরূপ আপনার নেক বান্দাগনের হেফাজত করে থাকেন।"

২. উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা:) বলেন: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিকালে আরাম করার উদ্দেশ্যে বিছানায় তাশরীফ আনলে সূরা ইখলাস, ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হস্তযুগল মিলিয়ে তাতে দম করতেন এবং হাত যতদূর পর্যন্ত যেত তিনি দেহ মোবারকের উপর মুছে নিতেন। মুখমন্ডল ও দেহের সম্মুখভাগ থেকে শুরু করতেন। আর এইভাবে তিনবার আমল করতেন। (বুখারী)

৩. হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা:) -এর বর্ণনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি (নিম্নলিখিত) দোয়াটি তিনবার বিছানায় শয়নের সময় পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার যাবতীয় গুনাহ- যদি তা সমুদ্রের ঢেউ পরিমাণও হয় বা বৃক্ষরাজির পত্রের সম পরিমানও হয় অথবা বালুর কণিকা পরিমাণও হয় কিম্বা দুনিয়ার বয়সের সম পরিমাণও হয়, তবুও ক্ষমা করে দেন। দোয়াটি হল:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّهُوَ - اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ -

"আমি আল্লাহ্ লা-শরীকালাহুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর মহান সত্তা চিরঞ্জীব ও চিরন্তন। তার সমীপে গুনাহের স্বীকারোক্তি ও তওবা করছি।" (তিরমিযী)

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা;) -এর বর্ণনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে লোক স্বীয় বিছানায় শয়নের সময় এই দোয়াটি পাঠ করে তার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়-যদি তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সম পরিমানও হয়।

لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ - سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তার কোন অংশীদার নেই। সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনি, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। মহান আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত কারুর কোন শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য নিবেদিত, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।" (ইবনে হাব্বান)

৫. হযরত বারা ইবনে আমির (রা:)-এর বর্ণনা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যখন তোমরা নিদ্রার জন্য বিছানায় যাবে তখন অজু করে ডান কাঁতে শয়ন করে এই দোয়াটি পাঠ করবে এবং কোন কথা বলবে না।

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّ رَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاءَ وَ لاَ مَنْجِىَ مَنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اَمَنْتُ بِكِتَبِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ سس-

-" আয় আল্লাহ! আমি পূর্ণরূপে আপনার পানে মনোনিবেশ করছি এবং আমার সমুদয় বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করছি। আপনার দরবারে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করছি। ভয়ভীতি ও আশা-আকাঙখা আপনার দরবারেই করছি। আপনি ব্যতীত আশ্রায়দাতা কেউ নেই এবং নাযাতও কেউ দিতে পারে না। আমি আপনার নাযিলকৃত কিতাব এবং প্রেরিত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি।" (আখরাজাহুল জামায়াত)

অতএব এই দোয়া পাঠ করার পর যদি ঐ রাত্রে তোমার ইন্তেকাল হয়, তবে তোমার মৃত্যু দ্বীন ইসলামের উপরই হবে।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

[অন্যান্য দোয়া-কালাম]

নামায ও মজলিশের পর পড়ার দোয়া

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা:)- এর বর্ননা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সোবহানাল্লাহ (سُبْحَانَ اللّٰه) তেত্রিশবার আল্‌হামদুলিল্লাহ, (اَلْحَمْدُ لِلّٰه) তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) পাঠ করার পর একশ পূর্ণ করার জন্য, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাইয়িন কাদীর"।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

একবার পাঠ করে, তার গুনাহ সমুদ্রের ঢেউ পরিমান হলেও আল্লাহ তায়ালা তা ক্ষমা করে দেবেন। (মুসলিম)

২. হযরত মায়ায বিন জাবাল (রা:) বলেন; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে ইরশাদ করলেন: হে মায়ায! আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। এ জন্যই বলছি নামাযের পর কখনো এই কালাম পাঠ করা পরিত্যাগ করবে না।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

"হে আল্লাহ! আপনার যিকির ও শোকরগোজারী করণে আমায় সহায়তা করুন এবং আপনার খালেস ইবাদত করার তওফীক দান করুন।" (আবু দাউদ)

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মজলিশ হতে উঠার ইচ্ছা করলে এই দোয়াটি অবশ্যই পাঠ করতেন এবং তার পর উঠতেন:

www.nagorikpathagar.org

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

"হে আল্লাহ! তাসবীহ, তাহলীল যাবতীয় প্রশংসা আপনারই জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার সমীপে তাওবা করছি।" (আবু দাউদ, মোস্তাদরাক)

একবার কোন এক ব্যক্তি বললো: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর পূর্বে কখনোতো দোয়া পড়েন নি? হুজুর জবাব দিলেন: এই মজলিশে এদিক সেদিকে যা কিছু আছে বাজে কথা হয়েছে, এই দোয়ার দ্বারা তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

৪. হযরত আলী মোর্তজা (রা:) বলেন: কোন লোক যদি চায় যে তার আমল মিযান দ্বারা ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ করা হোক তবে তার মজলিস থেকে ওঠার সময় এই কালামটি পাঠ করা উচিত:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"তোমার প্রভু পূত:পবিত্র এবং মহান সম্মানের অধিকারী। তিনি সব মিথ্যা কপোল কল্পিত কথা থেকে মুক্ত যা এরা করে থাকে। সমগ্র প্রেরিত নবী-রাসূলদের প্রতি সালাম এবং সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য।" (আবু নুসাঈম থেকে হুলিয়াতে উদ্ধৃত)

হযরত জাবির (রা:) বলেন: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সকল কাজে এস্তিখারা করার উপদেশ দিতেন। আর কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তা আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। তিনি ইরশাদ করতেন: তোমাদেরকে কোন লোক যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করবে তখন দু'রাকায়াত নফল নামায পড়ার পর এই দোয়াটি পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ

www.nagorikpathagar.org

فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ - اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْقَالَ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِه فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ - وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِ اَوْقَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِ وَاٰجِلِه فَاصْرِفْه عَنِّىْ وَقَدِرُ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِىْ بِه-

"হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে এই কাজ করার ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। নি:সন্দেহে আপনি ক্ষমাশীল। আমার কোনই ক্ষমতা নেই। আপনি সব কিছু জ্ঞাত- আমি কিছুই জানি না। আপনি সকল গোপন তথ্য সম্পর্কে ওয়াফিহাল। হে আল্লাহ্! আপনার এলেমে যদি এ কাজের মধ্যে আমার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত থাকে বা পরিণামের দিক দিয়ে কাজটি ফলদায়ক হয় [অথবা তিনি (দ:) এই কথা বলেছেন] এটা তাড়াতাড়ি পূর্ণ হওয়া বা বিলম্ব হওয়ার মধ্যে আমার জন্য কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে আপনি এই কাজ করার ক্ষমতা আমাকে দান করুন এবং তা আমার জন্য সহজ করে দিন। আর যদি আপনার এলেমে এ কাজের মধ্যে আমার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দিক দিয়ে ক্ষতির আশংকা থাকে বা পরিণামে আমার জন্য অনিষ্টকর হয়ে অথবা তড়িঘড়ি এবং বিলম্বের কারণে যদি আমার ক্ষতি হয়, তবে আপনি তা থেকে আমাকে নিরাপদে রাখুন এবং আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন- সর্বোপরি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন।" (বুখারী)

অত:পর নিজ প্রয়োজন ও হাজতের কথা উল্লেখ করবে।

সালাতুল হাজত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা:) বলেন: কোন এক সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন: আল্লাহ তায়ালা বা

www.nagorikpathagar.org

কোন মানুষের নিকট যদি কারো কোন প্রয়োজন থাকে তবে তার উচিত সুন্দররূপে অজু করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা, অত:পর হামদ ও দরূদ পাঠের পর এই ভাষায় প্রার্থনা করা:

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمُ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ السَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِسْمٍ لاَ تَدَعُ لِيْ ذَنْبًا اِلاَّ غَفَرْتَهٗ وَلاَ هَمًّا اِلاَّ فَرَّجْتَهٗ وَ لاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلاَّ قَضَيْتُهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

"আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই, তিনি অতিশয় দয়ালু ও ধৈর্যশীল, মহান আরশের মালিক রাব্বুল আলামীনের জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আয় আল্লাহ্! আপনার রহমত লাভের সূত্রগুলি পাবার প্রার্থনা করছি এবং আপনার ক্ষমা পাবার অপরিহার্য আমল করার তাওফিক চাচ্ছি। আর গুনাহের ব্যাপারে আপনার হিফাযত, নেকের ব্যাপারে আপনার পূর্ণতাদান এবং গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকার প্রার্থনা জানাচ্ছি। ক্ষমাহীনভাবে আমার কোন গুনাহ রেখে দেবেন না। ইয়া রাহমানুর রাহিম। আমার সমুদয় বিপদ, মুশকিল ও সমস্যার সমাধান করে দিন। আমার যে প্রয়োজন দ্বারা আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা অপূর্ণ রাখবেন না।"

অত:পর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ব্যাপারে নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করবে। যা কিছু নির্ধারিত আছে, তা পেয়ে যাবে।

সফরের দোয়া

১. কোন লোককে বিদেশ সফরের জন্য বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে নিম্নলিখিত ভাষায় দোয়া করবে–

www.nagorikpathagar.org

اَسْتَـوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَـانَتَكَ وَخَـوَاتِيْمَ عَـمَلِكَ وَاَقْـرَاءُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ -

"তোমার দ্বীন, তোমার বাড়ী-ঘর এবং তোমার কাজের পরিণতি ফল আল্লাহ তায়ালার কাছে সোপর্দ করছি এবং তোমার নিরাপদের আশা পোষণ করছি।" (তিরমিযী, নাসায়ী)

অত:পর তাকে পরহেযগারী অবলম্বনের উপদেশ দেবে এবং উঁচুস্থানে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলার নসীহত করে এই দোয়া পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اَطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ -

"হে আল্লাহ্! সফরের দুরত্ব সংস্কুচিত করে দিন এবং সফরকে সহজ করে দিন।" (তিরমিযী, নাসায়ী)

অত:পর এই দোয়া পাঠ করবে:

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ -

"তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন করার তাওফিক দিন, গুনাহরাশী ক্ষমা করে দিন এবং কল্যাণ লাভের পথ তোমার জন্য সহজ করে দিন।" (নাসায়ী, তিরমিযী)

২. বিদায় দানকারী লোকজনের উদ্দেশ্য সফরকারী রওনা হওয়ার সময় এই ভাষায় দোয়া করবে-

اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُه -

"আমি তোমাকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করছি- যার কাছে রাখা আমানত কখনো নষ্ট হয় না।' (তিবরানী)

অত:পর এই দোয়াটি পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَجُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا الْبِرِّ وَالتَّقْوٰا وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى- اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ

www.nagorikpathagar.org

عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ - وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَال وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ -

"আয় আল্লাহ! তোমার নামে এই সফরের সূচনা করছি এবং তোমার নামের বরকতেই পরিভ্রমণ ও চলাফেরা করছি। হে মাওলা! এই সফরে নেকী-তাকওয়া-পরহেযগারী এবং যে আমল দ্বারা তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় সেই আমলের তাওফীক প্রার্থনা করছি । মাওলা! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং ইহার দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে মাওলা! তুমিই সফরে আমার সাথী এবং আমার পরিবার পরিজনের রক্ষক। হে প্রভু! আমি সফরের কষ্ট ক্লেশ, লজ্জাজনক দৃশ্যাবলী ও খারাপ স্থান থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি-আশ্রয় প্রার্থনা করছি পরিবার পরিজন বাড়ী-ঘর ও ধন সম্পদসহ সকল ব্যাপারে।

সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর এই দোয়া পাঠ করবে।"

اَيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَاس حَا مِدُوْنَ -

"আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী এবং স্বীয় প্রভুর ইবাদতকারী এবং তার প্রশংসাকারী" (আহমদ মুসলিম)

৩. যানবাহনে চড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়বে এবং আরোহন করার পর এই দোয়া পাঠ করবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এই যানবাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। ইহাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। পরিশেষে আমাদেরকে স্বীয় প্রভূর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর কুদ্‌রতের দৃশ্যাবলী দেখে পড়ার দোয়া

১. বৃষ্টি বষর্ণের সময় দুইবার অথবা তিনবার এই দোয়া পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا -

"হে মাওলা! কল্যাণকর বর্ষা দান করুন।" (ইবনে শাইবা)

২. অত্যধিক বর্ষার দরুন ক্ষতির আশংকা হলে আবার এই দোয়া পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -

"হে আল্লাহ! আমাদের উপর নয়, আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ করুন। হে মাওলা! টিলার উপর, বন-জঙ্গল, মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বতের উপর বর্ষণ করুন।" (বুখারী)

৩. বিজলী চমকান ও মেঘ গর্জনের আওয়াজ শুনলে এমনি ভাবে দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ

"হে মাওলা! আমাদেরকে তোমার গযব দ্বারা বরবাদ করো না। হালাক করো না আমাদেরকে তোমার আযাব দ্বারা। বরং এর পূর্বে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।" (তিরমিযী)

৪. নতুন মাসের প্রথম দিনের চন্দ্র অবলোকন করে এই ভাষায় দোয়া করবে–

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالاَمْنِ وَ الْاِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى -

"আল্লাহ মহান! হে মাওলা! এই মাসকে আমাদের জন্য বরকতময় শান্তি, নিরাপত্তা, ঈমান, ইসলাম এবং তোমাদের মনপুত: কার্যাবলী নিয়ে শুভরূপে উদয় করুন।

অত:পর চন্দ্রের পানে তাকিয়ে বলবে–

www.nagorikpathagar.org

رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ -

আমার প্রভু ও তোমার প্রভু একই। হে আল্লাহ! এই চন্দ্রকে আমাদের জন্য কল্যাণময় ও হিদায়েতের চন্দ্র করে দিন।"

অত:পর তিনবার এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدَرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ -

"হে পরওয়ারদিগার। আমি আপনার কাছে এই মাসের মঙ্গল ও বরকত প্রার্থনা করছি এবং কল্যাণকর তাকদীরের আবেদন জানাচ্ছি। আর এই মাসের অনিষ্টতা হতে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।"(দারেমী, তিরমিয়ি, তিবরানী)

সামাজিক ব্যাপারে পড়ার দোয়া

১. কাহারো বিয়ের মজলিসে অংশগ্রহণের সুযোগ হলে পাত্র-পাত্রীর জন্য এই ভাষায় দোয়া করবে:

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ -

"আল্লাহ! এই বিয়েকে তোমাদের জন্য বরকতময় করুন এবং তোমাদের উপর আল্লাহ তাঁর বরকত দান করুন। আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিসূলভ সম্পর্ক অটুট রাখুন।(বুখারী)

২. কারো নিকট নবজাত শিশু আনা হলে তার কানে আযান বলা উচিত।

৩. শিশু কথা বলা আরম্ভ করলে সর্বাগ্রে তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিখান উচিত। যখন তার দুগ্ধ দাঁত পড়তে শুরু করলে তখন থেকে নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

বদ নজরের তাবিয

এই কালাম লিখে শিশুদের সাথে রাখা উচিত–

www.nagorikpathagar.org

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ - مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ -

"সর্বপ্রকার ক্ষতিকর শয়তান এবং সর্বপ্রকার বদনজর হতে তোমাকে আল্লাহর পূর্ণাংগ কালামের হেফাযতে সোপর্দ করছি। (বুখারী)

বিভিন্ন সময় ও স্থানে পড়ার দোয়া

১. কোন পছন্দনীয় বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়লে এই ভাষায় দোয়া করবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -

"সর্বপ্রকার প্রশংসার অধিকারী হচ্ছেন মহান আল্লাহ তায়ালা, যার অনুগ্রহে পূন্যময় বস্তু পূর্ণতায় উপনীত হয়।"

২. অপছন্দনীয় কোন বস্তু দেখলে এই কথা বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ -

"সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ।"(হাকেম ইবনে মাযাহ)

৩. আয়না দেখার সময় এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ وَحَرِّمْ وَجْهِيْ عَلَى النَّارِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَوّٰى خَلْقِيْ فَعَدَلَهٗ وَكَرَّمَ صُوْرَةَ وَجْهِيْ فَاَحْسَنَهَا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

"হে মাওলা! আপনি আমাকে যেরূপ সুন্দর চেহারা দান করেছেন, অনুরুপ আমাকে সুন্দর চরিত্র দ্বারা ঐশ্বর্যশালী করুন। আমার চেহারার জন্য আগুনকে হারাম করে দিন। আল্লাহ তায়ালাই প্রশংসার যোগ্য। তিনি আমার দেহ তৈয়ার করেছেন এবং তা পরিমাপ অনুযায়ী রেখেছেন। আমার চেহারাকে সুন্দর ও সম্মানিত করে তৈয়ার করেছেন। সর্বোপরি কথা হচ্ছে তিনি আমাকে মুসলমানের মধ্যে শামিল করেছেন।"(ইবনে হাব্বান, তিবরানী)

www.nagorikpathagar.org

৪. কোন নতুন ফল দেখার পর এই ভাষায় দোয়া করবে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا – وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا – اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهٗ فَاَرِنَا اٰخِرَهٗ –

"হে মাওলা! আমাদের ফল-ফলাদি গ্রামে-গঞ্জে বরকত দান করুন। আর পরিমাপের যন্ত্রগুলোতেও বরকত দিন। হে মাওলা! এই ফলের সূচনা পর্ব যেমন আমাকে দেখতে দিলেন তেমনি এর শেষ পর্বও অবলোকন করার সৌভাগ্য দান করুন।"(মুসলিম, তিরমিযী)

৫. কোন মুসলমান ভাইকে হাসতে দেখলে বলবে–

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ –

"আল্লাহ তায়ালা সর্বদা তোমাকে হাসি-খুশি, এবং সুখ স্বচ্ছন্দে রাখুন।"(বুখারী, মুসলিম)

৬. কোন লোক তোমাকে সালাম করলে বা সালাম পাঠালে তদুত্তরে তুমিও সালাম দিবে এবং সালাম পাঠাবে।

৭. কোন লোক যখন কারো জন্য ভালবাসা ও মহব্বতের কথা প্রকাশ করবে তার জন্য এই ভাষায় দোয়া করবে।"

اَحَبَّكَ الَّذِيْ اَحْبَبْتَنِىْ لَهٗ –

"যার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তুমি আমাকে ভালোবাস, সে তোমাকেও ভালোবাসুক, মহব্বত করুক।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

৮. কোন লোক কুশল জিজ্ঞেস করলে উত্তরে বলবে–

اَحْمَدُ اللّٰهَ اِلَيْكَ

"তোমার শুকরিয়া আদায়ের সাথে আল্লাহ তায়ালারও প্রশংসা করছি।" অথবা শুধু اَحْمَدُ اللّٰهَ (আল্লাহর শোকর)

৯. কারো সাথে কোন লোক কল্যাণকর কিছু করলে শুকরিয়া আদায় করলে

www.nagorikpathagar.org

বলবে: جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا (আল্লাহ তোমাকে কল্যাণকর প্রতিদান দিন।) (তিরমিযী)

১০. কোন লোক দু:খ-দুর্দশা, ব্যাথা-বেদনা, চিন্তা-কষ্ট ইত্যাদির মধ্যে নিপতিত হলে তার জন্য এই ভাষায় দোয়া করা উচিত–

لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْكَرِيْمُ الْعَظِيْمُ سُبْحَانَهٗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ – تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ – وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ– اَللّٰهُمَّ اِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ – عَدْلٌ فِىَّ قَضَاؤُكَ– اَسْاَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجَلاَءَ حُزْنِىْ – وَذَهَابَ هَمِّىْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ –

"আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ আনুগত্য ও বন্দেগী পাবার যোগ্য নয়। তিনি মহান সম্মানিত সত্তা, পবিত্র ও বরকত দানকারী এবং মহান আরশের মালিক। সর্বপ্রকার প্রশংসা সেই মহান প্রভুর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পরওয়ারদিগার। আমি তার উপরই নির্ভর করছি। তিনি চিরঞ্জিব, কখনো মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সর্বপ্রকার প্রশংসা তারই জন্যই। তার কোন সন্তান-সন্ততি নেই। আর ক্ষমতা ও মালিকানায়ও তার কোন অংশিদার নেই। তিনি দূর্বল নন যে, তার সহযোগী থাকবে। সুতরাং মহত্ত্ব বেশ করে বর্ণনা কর।

www.nagorikpathagar.org

হে মাওলা! আমি আপনার রহমতের প্রত্যাশী। আমাকে এক পলকের জন্যও আমার নফসের কাছে সোপর্দ করবেন না। আমার সমুদয় সমস্যার সমাধান করে দিন। আপনি ব্যতীত আর কোন মাওলা নেই। হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর সত্তা! আপনার রহমতকে ভিত্তি করেই আমি ফরিয়াদ জানাচ্ছি। আপনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই; আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার দাস ও দাসীর সন্তান। আমার সম্মান আপনারই হাতে। আমার সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত জারি হয়েছে। নিশ্চয় আপনার সিদ্ধান্ত ইনসাফপূর্ণ। আমি আপনার কাছে আপনার সেই নামসমুহের ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যা আপনার ইলমের মধ্যে সৃষ্টিকূলের কাউকে আপনি শিখিয়েছেন কিম্বা আপনার ইলমের মধ্যে সীমায়িত রয়েছে এবং এই নাম সমুহ সম্পর্কে আপনি ব্যতীত আর কেউ জ্ঞাত নয়। আপনি কুরআনে কারীমকে আমার মনের বাতায়নে বসন্তের সমীরণ স্বরূপ, আমার নয়ন যুগলের জন্য উজ্জ্বল নূরের বলাকা এবং আমার চিন্তা ও পেরেশানী বিদূরীত করে দিন। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত গুনাহ থেকে বাচার ক্ষমতা কারুর নেই- নেই কারুর পুন্যময় পথ গ্রহণের ক্ষমতা।"(নাসায়ী, হাকেম, তিরমিযী, আহমদ)

১১. কোন লোক যদি এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়; যা তার ইখতিয়ার বহির্ভুত; তখন এইরূপ বলবে:

قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ -

" আল্লাহর যা ইচ্ছে তা তিনি নির্ধারিণ করেছেন।" এমনিভাবে কখনো বলবে না যে যদি এইরূপ হতো তবে আমার উপর এই বিপদ আসতো না। এ কথার দ্বারা শয়তানের জন্য পথ খোলা হয়ে যায়।

১২. কোন বিপদ- আপদের সম্মুখীন হলে এই দোয়া পাঠ করবে:

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ -

"আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম অভিভাবক।"

১৩. বিপদের সময় এই দোয়া পাঠ করবে:

www.nagorikpathagar.org

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاجِرْنِىْ فِيْهَا وَاَبْدِلْنِىْ مِنْهَا خَيْرًا -

"আমরা আল্লাহর জন্য; তার পানেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে মাওলা। আমার এই বিপদে আপনার কাছে প্রতিদান পাবার আশা পোষণ করছি। সুতরাং আপনি আমাকে এর প্রতিদান দান করুন এবং এর বিনিময়ে আমাকে কল্যাণ নসীব করুন।"(তিরমিযী)

১৪. কোন কঠিন কাজ উপস্থিত হলে এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ لاَ سَهْلَ اِلاَّ مَا جَعَلْتَهٗ - وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ اِلاَّ شِئْتَ سَهْلاَ

"হে আল্লাহ! কোন কাজই সহজ নয়, যদি আপনি সহজ করে না দেন। যদি আপনার ইচ্ছে হয় তবে দু:খ কষ্ট চিন্তা পেরেশানীকে সহজ করে দিন। (ইবনে হাব্বান)

১৫. রাগান্বিত অবস্থায় এই দোয়া পাঠ করবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

"আমি মরদুদ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি।"(বুখারী, মুসলিম)

১৬. ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে এই প্রার্থনা করবে–

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ -

"হে মাওলা! হারাম রিযিক এর পরিবর্তে আমার জন্য হালাল রিযিক ব্যবস্থা করে দিন। আর আপনার অনুগ্রহ ও সহানুভূতি দ্বারা একমাত্র আপনারই মুখাপেক্ষী রাখুন এবং অন্যান্য সকল থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন।" (তিরমিযী, হাকেম)

রোগ-ব্যাধী, রোগীর সেবা ও সমবেদনার দোয়া

১. কারো দেহের কোন অংশে ব্যথা-বেদনা বা কষ্ট অনুভব করলে সেই স্থানে স্বীয় হাত রেখে তিনবার বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করত: নিম্নলিখিত দোয়া সাতবার পাঠ করবে:

www.nagorikpathagar.org

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ –

"আমার দেহের ব্যথা-বেদনা ও কষ্ট ক্লেশ যার সম্পর্কে আমি ভীত ও শংকিত তা হতে আল্লাহর ইজ্জত ও কুদরতের ওসীলায় পানাহ চাচ্ছি।" (মুসলিম)

হার্টের দোয়া

"ইয়া কারিয়ূল কাদিরুল মুকতাদিরু কাউয়িনী ওয়া কালবী"-৭ বার পড়ার নিয়ম:

প্রতি ওয়াক্তে নামাজের পর আগে তিনবার দুরুদ ও পরে তিনবার দুরুদ পড়তে হবে এবং মাঝে হার্টের উপর হাত রেখে সাতবার উপরের দোয়া পড়তে হবে।

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُوْا وَاخَاذِرًا –

"আমার দেহের ব্যথা-বেদনা ও ক্লেশ কষ্ট, যার সম্পর্কে আমি ভীত ও লজ্জিত, তার থেকে আল্লাহর ইজ্জত ও কুদরতের আমি মুক্তি চাচ্ছি।

২. কোন রুগ্ন লোকের সেবার জন্য তার কাছে পৌছে এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اَذْهَبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اَشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ

اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا وَيَمْسَحُ بِيَدِهٖ عَلَيْهِ –

"হে আল্লাহ! আপনিই মানুষের প্রভু। এই কষ্ট ক্লেশ দূর করে দিন এবং আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনি ব্যতীত আর কারুর কাছে আরোগ্য নেই। আপনার আরোগ্য দান এমন যে, এর ফলে আর কোন রোগ-ব্যাধী থাকতে পারে না।"(বুখারী)

৩. কারো প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য গেলে সালাম করার পর এই ভাষায় সমবেদনা করবে:

اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهٗ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

www.nagorikpathagar.org

"আমরা সকলেই আল্লাহর নিয়ন্ত্রিত। তিনি যা ফিরিয়ে নিয়েছেন তাও তার এবং যা কিছু তিনি দান করেছেন তাও তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেকের জন্য তার নিকট একটি নির্ধারিত সময়সীমা রয়েছে। সুতরাং তোমার ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং এজন্য আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবার আশা পোষণ করা উচিত।

৪. হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা:) এর পুত্রের ইনতেকাল হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে এইরূপ চিঠি লিখেছিলেন:

"আল্লাহ রাহমানুর রাহীম- এর নামে আল্লাহর রাসূল মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) এর পক্ষ হতে মুয়ায বিন জাবালের কাছে। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমার কাছে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা লিখে প্রেরণ করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।"

"আল্লাহ্ তায়ালা তোমার সওয়াব ও প্রতিদান আরও বৃদ্ধি করে দিন এবং তোমার অন্তরে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করুন। আর আমাকে এবং তোমাকে শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দিন। নি:সন্দেহে আমাদের জান-মাল, ধন–দৌলত, বাড়ী-ঘর, পরিবার- পরিজন সবকিছু আল্লাহর দান। এই সব দান অস্থায়ীভাবে তাদের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। আমরা এ থেকে একটি নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত উপকৃত হই। এই নিদিষ্ট সময়সীমার পর আল্লাহ তায়ালা তা আবার তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তিনি যখন এসব কিছু আমাদেরকে দান করেন, তখন তার শুকরিয়া আদায় করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আর যখন তিনি পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন; তখন ধৈর্য ধারণ করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য কাজ।"

তোমার ছেলেটিও নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালার একটি নিয়ামত ছিল। যা তুমি বিনা পরিশ্রমে পেয়েছিলে। আর এটি তোমার নিকট গচ্ছিত রাখা একটি আমানত ছিল। তিনি তোমাদের সুখ-সাচ্ছন্দের মধ্যে উপকৃত হবারও সুযোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমার থেকে তিনি তার আমানত নিয়ে নিয়েছেন এবং বিনিময় অগণিত সওয়াব দিয়েছেন। যদি তুমি তার সওয়াবের আশা পোষণ কর তবে তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক। এখন এতটুকু অধৈর্য হয়ে তোমার সমুদয় সওয়াব নষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং ধৈর্যের আঁচলকে দৃঢ়তার সাথে আকঁড়িয়ে ধর। স্মরণ রাখবে যে তোমরা অধৈর্য হলে ঐ শিশু আর ফিরে আসবে না। "যা হবার তাই

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে- একথা মনে রাখলেই তোমাদের দু:খ কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা দুর হতে পারে। মা-আস্‌সালাম। (হাকেম)

৫. (জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَه - وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّه مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَا لْدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاَ خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِنْهُ مِنْ عَذَا بِ الْقَبْرِ اَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ -

"হে মাওলা! একে ক্ষমা করে দিন এবং এর প্রতি রহম করুন। একে মার্জনা করে দিন এবং মাফ করে দিন। আর একে উত্তম স্থান দান করুন এবং এর কবরকে প্রশস্ত করে দিন। এর গুনাহ্‌রাশীকে পানি ঘাস ও বরফ দ্বারা দৌত করে ফেলুন। একে গুনাহ্ থেকে এমনিভাবে পবিত্র করুন যেরূপ সাদা কাপড় হতে ময়লা ধুয়ে ফেলা হয়। এ জগতে তার ঘরের তুলনায় তাকে আখেরাতে উত্তম ঘর দান করুন। এ দুনিয়ার স্ত্রী হতে উত্তম স্ত্রী দান করুন। এ জগতের পরিবার-পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিবার-পরিজন দান করুন। একে জান্নাতে দাখিল করুন এবং কবর ও দোযখের আযাব হতে নাজাত দিন।" (মুসলিম)

৬. করব যিয়ারতের সময় এই দোয়া পাঠ করবে:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ - وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَسْئَلُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ -اَنْتُمْ لَنَا فَرْطُ- وَنَحْنُ لَكُمْ قَبْعُ -اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُمْ -

www.nagorikpathagar.org

"হে কবরস্থানের অধিবাসী মুমিন-মুসলমানবৃন্দ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের উপর এবং তোমাদের পরে যাওয়া লোকদের উপর রহমত নাযিল করুন। আমরা ইন্‌শা-আল্লাহ অতি শীঘ্র তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা তোমাদের জন্য এবং আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্ববিধ সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছি। তোমরা আমাদের অগ্রগামী এবং আমরা তোমাদের অনুসরণকারী। হে মাওলা! এদের সওয়াব হতে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না আর আমাদেরকেও এদের পরে সরল-সহজ পথ হতে বিপদগামী করো না।" (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাযা, ইবনে সুন্নাহ)

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাস্‌বীহ হচ্ছে চার রাকায়াত। এক সালামেই এই চার রাকায়াত নামায পড়া হয়। দুই সালামেও পড়া যেতে পারে। প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর অপর কোন সূরা মিলিয়ে এই তাস্‌বীহটি পনেরবার পড়তে হয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

"আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং সমুদয় প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তায়ালাই সর্বোচ্চ ও মহান।" অত:পর রুকু, সিজদা, বৈঠক (দুই সিজদার মাঝখানে) অত:পর দ্বিতীয় সিজদা, সিজদা হতে দন্ডায়মান হবার পূর্বে অথবা দ্বিতীয় রাকায়াতে তাসাহুদের পর দশ-দশবার করে করে এই তাসবীহ পঠি করতে হয়। এমনিভাবে এক রাকায়াতে মোট পঁচাত্তর বার এবং চার রাকায়াতে মোট তিনশতবার পাঠ করতে হয়। প্রথম রাকায়াতের ন্যায়-অন্যান্য রাকায়াতগুলোতেও উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হয়।

শরীয়ত মোতাবেক মুসলিম ভাই-বোনদের জন্য বিশেষ ওযীফা

পবিত্র কুরআনের ওযীফা এবং সুন্নাত দোয়াসমূহের পর প্রত্যেক মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য দৈনিক এই ওযীফা পাঠ করা অপরিহার্য:

www.nagorikpathagar.org

১. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) একশত বার।

২. এই দরূদ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ –

(আয় আল্লাহ! আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও অসহায়দের প্রতি আপনার রহমত বর্ষণ করুন) একশত বার।

৩. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই) একশত বার পাঠ করবে। অত:পর দ্বীনের দাওয়াত ও আন্দোলন, এই দাওয়াত ও আন্দোলনকে বিজয়ী করার জন্য যারা আপ্রাণ চেষ্টা-তদবীর চালাচ্ছে তাদের জন্য এবং নিজের জন্য ও নিজের পরিবার-পরিজনের খায়ের-বরকত ও রহমতের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করবে। এই আমল ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযের বাদ একনিষ্ঠ মনে গভীর মনোযোগের সংগে কাকুতি-মিনতির সাথে করবে।

ইখওয়ান সদস্যের পূর্ণ মনোযোগ ও মুরাকাবা-মুশাহাদার সাথে নিম্নলিখিত ওযীফা নিজদের অভ্যাসে পরিনত করে নেয়া উচিত।

اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرَ – اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ – وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ –

"আয় আল্লাহ্ তায়ালা। তুমিই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল মালিক ও অধিকারী। যাকে ইচ্ছে তুমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করো, আবার যার থেকে ইচ্ছে তুমি এ ক্ষমতা

www.nagorikpathagar.org

ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছে তুমি মহান সম্মানের অধিকারী করো আবার যাকে ইচ্ছে তুমি অপমানিত ও অপদস্থ করো। তোমারই হাতে রয়েছে কল্যাণ। নিশ্চয় তুমি সব বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল তুমি রাত্রকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রের মধ্যে বিলীন করো, তুমিই জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত করে থাকো। তুমি যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযিক দান করো।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هَذَ اِقْبَا لُ لَيْلِكَ وَادْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْ لِىْ-

"হে মাওলা! তোমার রাতের আগমনের এবং দিনের বিদায়ের সময় রয়েছে। আর তোমার কাছে প্রার্থনা করার সময় রয়েছে, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

অত:পর স্বীয় ভাই-বোনদের জন্যে দোয়া

অত:পর স্বীয় ভাই-বোনদের জন্যে এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদের জন্যে আর তাদের সাথে যে আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তা খেয়াল করবে। যাদের সাথে পরিচয় নেই তাদের কথাও ভুলবে না। বরং সকলের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই দোয়া করবে।

"হে মাওলা তুমি জানো যে এই যে লোক তোমার মহব্বতে জমায়েত হয়েছে, এদের অন্ত:করণ তোমার আনুগত্যের ফলে একই সুতায় গ্রথিত হয়েছে, তোমার আহ্বান একস্থানে এসে এরা জমায়েত হয়েছে, তোমার বিধান ও শরীয়তকে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের দেহ-মন ধ্যান-ধারণা সব কিছু নিয়োগ করেছে। মাওলা! তুমি এদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে দাও এবং এদের মধ্যে মহব্বত পয়দা করে দাও। এদেরকে সরল- সহজ পথে প্রতিষ্ঠিত রাখ। তোমার নূর দ্বারা এদের অন্ত:করণকে নূরাণী কর। ঈমানী ফায়েয ও বরকত লাভের জন্য এদের মনের দুয়ার খুলে দাও। তাদেরকে তোমার মা'রেফাত দান কর এবং এর উপর তাদেরকে জীবিত রাখ। মাওলা! এদেরকে তাওয়াক্কুল ও

www.nagorikpathagar.org

তোমার প্রতি নির্ভরতার শক্তি ক্ষমতা ও তাওফীক দান কর। আর এদেরকে শহীদি মৃত্যু দান কর।

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنِ وَ صَلِّ اَللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ -

মুহাসাবা বা আত্ম-জিজ্ঞাসা

মুহাসাবা বা আত্ম-জিজ্ঞাসার নিয়ম হলো যে, প্রতিদিন নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে দিনের সমস্ত কাজের হিসাব-নিকাশ নিজে করবে। ভাল ও সুন্দর কাজ করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করবে। আর কোন ক্রমে যদি খারাপ কাজ করা হয়েছে বলে বিবেক সাক্ষ্য দেয় বা প্রকাশ পায়, তবে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে খালেস তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ভবিষ্যতে না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে। আর এর চেয়ে ভাল কাজ করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করবে। অত:পর উত্তম ও নেক কাজের সংকল্প ও ইচ্ছা নিয়ে বিছানায় নিদ্রার জন্য শয়ন করবে।

وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمُوْا تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"হে শান্তিপ্রাপ্ত! আত্মা তুমি তোমার
প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হও। যেহেতু
তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও
তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব তুমি
আমার নেক বান্দাদের দলে প্রবেশ কর
এবং আমার জান্নাতে দাখিল হও।"

সূরা ফযর: ২৭-৩০ আয়াত

In the Name of Allah, The Beneficent, The Merciful

"Come back thou To thy Lord,
Well pleased (thyself),
And well-pleasing Unto Him,
Enter thou, then, Among my Devotees!
Yea enter thou my Heaven!"

Surah: Fajr, Verse: 27-30

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১-১২৮৫৮৬
9843114260